আল-ক্বায়েম
আল-মুন্তাযার

শাবান সংখ্যা ১৪৪৩ হিঃ

MRP. 15/-

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) নিজ স্বাক্ষরিত এক লেখাতে বলেছেন:

اِنِ اسْتَرْشَدْتَ اُرْشِدْتَ وَ اِنْ طَلَبْتَ وَجَدْتَ.

যদি তুমি (আন্তরিকভাবে) হেদায়েত পেতে চাও তবে তুমি তা পেয়ে যাবে, আর যদি তুমি (আন্তরিকভাবে) খোঁজ করো তবে তুমি তা অর্জন করতে পারবে। *(কামালুদ্দীন, খঃ ২, অধ্যায়: ৪৫, হাঃ ৩৮)*

আল-ক্বায়েম
আল-মুন্তাযার

আহলেবাইত পরিচায়ক ষান্মাসিক পত্রিকা

বিষয় সূচী:

১. আল্লাহর জমীনকে শির্ক-মুক্তকারী
২. সুদৃঢ় আশ্রয়স্থল
৩. যুগের ইমাম হযরত মাহদী (আঃ)-এর অন্তর্বেদনা
৪. যুগের ইমাম হযরত মাহদী (আঃ)-এর প্রতিনিধিত্বের মিথ্যা দাবিদারগণ
৫. গায়বী মদত (সাহায্য)

Printed, Published and Edited by:

Syed Mohd. Akbar Rizvi on behalf of Association of Imam Mahdi (A.S.), Published from 97/C, Bazar Road, Bandra (W), Mumbai 400050, and Printed at Gazelle Enterprise Offset Printing & Packaging, 504/A-Sussex Industrial Estate, D.K. Cross Road, Byculla, Mumbai 400027 (M.S.)

بسم الله الرحمٰن الرحيم
وصلى الله علىٰ محمد و آله الطاهرين.
السلام عليک يا قتيل العبرات. و صلى الله عليک يا ولى العصر أدركنا و أرشدنا.

আল্লাহর জমীনকে শির্ক-মুক্তকারী

ইসলাম ধর্মের মান-মর্যাদা এতো বেশি উচ্চ যে, উক্ত দ্বীন বা ধর্ম ছাড়া আল্লাহর নিকট অন্য মত ও পথ দ্বীন বা ধর্ম হিসাবে গৃহীত নয়। আল্লাহ তায়ালার বাণী যেমন: اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ. নিশ্চিতরূপে আল্লাহর নিকট দ্বীন বা ধর্ম হলো কেবল ইসলাম। *(সূরা: আলে ইমরান, আঃ ১৯।)*

আমানত

প্রত্যেক মহান ও মর্যাদাবান সত্ত্বা সেই সত্ত্বাকে নির্বাচিত করেন যে সত্ত্বা আমানতের বিশেষত্ব, তার মহত্ব এবং তার গুরুত্ব অনুধাবন করেন, আর সেই সাথে সেই সত্ত্বার মধ্যে যেন আমানত যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা থাকে। আর তা রক্ষণাবেক্ষণ করার এমন যোগ্যতা থাকতে হবে যে, উক্ত আমানতের ক্ষতি সাধনে যেন কেউ আমানতের ধারে-কাছে না ঘেঁষতে পারে। এ বিষয়ে মহান রব্বুল আলামীন বলেছেন: اِنِّى لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ فَاتَّقُوْا اللهَ وَ اَطِيْعُوْنِ. নিশ্চিতরূপে আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রসূল, সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। *(সূরা: শো'রা, আঃ ১০৭-১০৮।)*

মহানবী (সঃ)-এর এই বাক্য ক্বোরআনের মধ্যে নিবদ্ধ রয়েছে যাতে সেই সব লোক যাদের জন্য এই আমানত পাঠানো হয়েছে তারা যেন এই আমানতে সংযোজন বা বিয়োজন না করতে পারে। যখন কেউ ইসলাম ও দ্বীনের বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে তখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, এটাই আমানত যার রক্ষক সেই রসূল হবেন যিনি আল্লাহর ইচ্ছায় পৃথিবীতে রহমত হয়ে আসবেন এবং যাঁকে সেই যোগ্যতা দেওয়া হবে যিনি উক্ত আমানত রক্ষায় পূর্ণ ক্ষমতাবান হবেন।

এ কারণে সত্যবাদী রসূল হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ)-এর পবিত্র মুখসৃত বাণী আল্লাহর কেতাবে সংরক্ষিত করে দেওয়া হয়েছে যে, আমি আমানতদার রসূল যে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়া ও আখেরাতের আমানত নিয়ে এসেছি, আর তা পৌঁছে দেওয়া এবং তা পূর্ণতা দান করা আমার দায়িত্ব। সুতরাং গাদীরে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ।

এর পর মহান রব্বুল আলামীন যিনি সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা তিনি বলেছেন: لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. নিশ্চিতরূপে আমি নিজ রসূলগণকে স্পষ্ট দলীলসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে কেতাব ও মীযান (মানদন্ড) অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ ইন্সাফের উপরে অবস্থান করে। *(সূরা: হাদীদ, আঃ ২২৫।)*

পূর্বের আয়াতে মহানবী (সঃ) এও বলেছিলেন যে, আল্লাহকে ভয় করো এবং রসূলের আনুগত্য করো। অর্থাৎ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا. (আত্ম সমর্পণ)-এর পুরো দপ্তর খুলে দিয়েছিলেন, আর এর মাধ্যমে উজ্জ্বল বাতায়ন উন্মুক্ত হয়ে যায়। এর

বিপরীতে যদি এই দুটি বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ খোদাভীতি ও রসূলের আনুগত্যের বিষয়ে মানুষ নিজ সত্ত্বায়, নিজ জীবন শৈলীতে, নিজ আচার-আচরণে ও নিজ দৈনন্দিন জীবনে অমনোযোগী হয় তবে খান্নাস এবং তার মানুষ ও জিন সৈনিকেরা এমনভাবে তাকে ঘিরে ফেলবে ও বিপথে নিয়ে যাবে যে, সে আল্লাহর আযাবের অধিকারী হয়ে যাবে। আর উক্ত বিষয়ের বর্ণনা আল্লাহ্ ক্বোরআনের শেষ সূরার মধ্যে যেন এভাবে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন যে, যদি তোমরা রক্ষা পেতে চাও তবে বলো: হে আমার প্রতিপালক! হে আমার মালিক! হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমাকে তোমার আশ্রয়ে নিয়ে নাও সেই খান্নাস হতে যার অসংখ্য কর্মচারী হলো জিনজাত ও ইনসান, আর যারা কু-মন্ত্রণার উৎসমূল।

এখান থেকে আমি পাঠকদের মনোযোগ মূল বিষয়ের দিকে আকর্ষিত করতে চাই। রেসালাতের দুটি দিক রয়েছে এবং দুটি সময়সীমা রয়েছে, একটি হলো নব্যুয়ত থেকে হিজরত অবধি আর দ্বিতীয়টি হলো হিজরত হতে নবীপাকের পরলোকগমন অবধি। সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরার ইচ্ছা থাকলেও বেশি দীর্ঘ করা সম্ভব নয় তাই সংক্ষিপ্ত করতে হবে।

দ্বীন ও মযহাবের এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পরে এটা বলে রাখা আবশ্যক যে, দ্বীন ও মযহাব হলো একটি সম্পূর্ণ চৈন্তিক সংগঠন যা মানুষকে ও তার সমাজকে বিলক্বিস্ত বা ন্যায় ও ইন্সাফের সাথে জীবন যাপনের পদ্ধতি শেখায় যা একটি ঐশি বা ইলাহী সংবিধান। কিন্তু সেই সাথে মহানবী হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ) বলেছেন: সমস্ত আম্বিয়া ও মোরসালীনগণ মিলে যে কষ্ট করেছেন আমি একা ততখানি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে, এই পথে অসংখ্য ধোকাবাজী, ষড়যন্ত্র, দূরভিসন্ধি, পরিকল্পনা ও খান্নাসের সৈনিকদের দ্বারা কু-মন্ত্রণা নতুন নতুন রূপে সামনে আসবে এবং চোরাবালির মতো বিপদ হয়ে দাঁড়াবে, তার পরেও যারা দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করবে তারা কৃতকার্য হবে। এক কথায় বললে বলা যায় যে দ্বীপ আল্লাহ প্রজ্জ্বলিত করে তা কেউ নিভিয়ে দিতে পারে না।

মহানবী (সঃ) তাঁর পবিত্র জীবনে রেসালতের দায়িত্ব পূরণ করে দিয়েছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আনীত সমস্ত আমানত গন্তব্য অবধি পৌঁছে দিয়েছেন। আর ইলাহী সংবিধানের এক ধারণা প্রবর্তন করেছেন, যা ধীরে ধীরে উচ্চতায় যেতে যেতে বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধিলাভ করছিল। কিন্তু তাঁর পরলোক গমনের তিন বছর পূর্বে যখন মক্কা বিজয় হয় তখন থেকে মক্কা-মদীনার মধ্যে যাতায়াত পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। মদীনার নাজরান এলাকা খ্রীষ্টান অধ্যুষিত ছিল। আর মদীনা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ইহুদীদের আয়ত্তাধীন ছিল। আর তখন থেকে ইসলামের শত্রুরা এই চিন্তায় মগ্ন হয় যে, কিভাবে ইসলামী সংস্কৃতি শেষ করে তদস্থলে অন্য সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

সুতরাং গোপনে ক্রমে ক্রমে ফুলতে ফাঁপতে থাকে, আর যখন তাঁর এন্তেকাল হয় সর্বপ্রথম তা সক্বীফা নামক স্থানে প্রকাশ পায়। এভাবে দুটি মতবাদের সূচনা হয় একটি অত্যন্ত সংযতভাবে

চুপচাপ নবীপাকের গোসল ও কাফন-দাফনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকে এবং অপরটি শাসনভার করায়ত্ত করার কাজে নেমে পড়ে, অনেক আগে যার নীল নকশা তৈরী করে রেখেছিল। আর এই শাসনভার দখলকারীরা সর্বপ্রথম কব্জা করে নবীপাকের রেখে যাওয়া অর্থনৈতিক উৎসের উপরে যেটিকে তিনি তাঁর মিশন সুদৃঢ় করার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, অর্থাৎ ফেদাক বাগান।

এ কারণে মহানবী (সঃ)-এর চিন্তার ধারক-বাহকগণ অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে মদীনাতে অবস্থান করতে থাকেন, এদিকে নবীপাকের সুচিন্তিত পরিকল্পনার বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারীদের নৈতিকতা অধঃগামী হতে হতে এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছায় যে, তাদের পরিভাষায় খলীফায়ে রাশিদ অর্থাৎ সঠিক পথপ্রাপ্ত খলীফা-এর সামনে মোয়াবিয়ার মতো মানুষ বিদ্রোহ করলে উভয়কেই সত্য ও সঠিক হিসেবে চিহ্নিত করে। অর্থাৎ বৈপরীত্য বিষয়-বস্তু; যার সহাবস্থান কখনও সম্ভব নয়, তা এখন এদের নিকট একেবারেই সম্ভব। আর এক পর্যায়ে এসে এই দুই রকম চিন্তাধারার দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, যে কারণে অর্থনীতির উপরে অনেক বেশি প্রভাব পড়ে এবং তৌহীদের এ আন্দোলন ছিল তা থমকে পড়ে, আর এই আন্দোলন পিছু হটতে হটতে এক সময়ে এই আন্দোলনের হোতা ও ধারক-বাহককেই চিরতরে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, অর্থাৎ কারবলার ময়দানে ইমাম হোসায়েন (আঃ)-কে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়। নবীপাকের চিন্তা ও পরিকল্পনা হতে সরে যেতে যেতে মানুষ এমন এক স্থানে এসে অবস্থান করছে যে, কারবলায় ইমাম হোসায়েন (আঃ) ও তাঁর একনিষ্ঠ সাথীগণ সত্যের ধ্বজাধারী ছিলেন তা প্রকট হয়ে যাওয়ার পরেও চৌদ্দশত বছর পরে দুনিয়ার কোনো কোনো স্থানে আমীর মোয়াবিয়া ও আমীর ইয়াজিদ জিন্দাবাদের স্লোগান দেওয়া হচ্ছে, মোয়াবিয়া ও ইয়াজিদের নামে সড়কের নামকরণ করা হচ্ছে। আর এ স্লোগান ও নামকরণ তাদের দ্বারা হচ্ছে যারা নিজেদেরকে নবীর চিন্তার ও তাঁর সুন্নতের সব থেকে বড়ো ধারক ও বাহক বলে পরিচয় দেয়। গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, যাঁরা রেসালতের মূর্তিমান আদর্শ ছিলেন এবং আনআমতা, গ্বইরিল মাগ্বযূবি ও ওয়ালয যল্লীনের প্রকৃত ব্যাখ্যাকারী ছিলেন সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এই ইয়াজিদ জিন্দাবাদের স্লোগান প্রদানকারীরা এবং এদের পূর্বসূরীরা এই প্রকৃত আদর্শের বিপরীতে নিজেদের মনগড়া আদর্শ নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এমনকি এই মনগড়া আদর্শের পক্ষে এতো বেশি মনগড়া ফযীলত জড় করা হয়েছে যে, বলতে শুরু করেছে যে, যদি মোহাম্মাদ না হতেন তবে এই ফারূক্বই রসূল হতেন। এভাবে যুগে যুগে নতুন নতুন মনগড়া আদর্শকে সামনে নিয়ে আসতে থেকেছে এবং প্রত্যেক যুগের রসূলের প্রকৃত আদর্শকে পর্দার অন্তরালে ঠেলে দিতে থেকেছে। আর যখন দেখেছে পর্দার অন্তরাল থেকে নূর তার জ্যোতি বিচ্ছুরিত করতে থাকছে তখন গত্যান্তর না দেখে যুগে যুগে তাঁদেরকে নির্মমভাবে শহীদ করতে থেকেছে। এই হলো নবীর আদর্শ ও তাঁর চিন্তা-চরিত্রের বিপরীতে অবস্থানকারীদের ক্রিয়া-কলাপ।

তবে এটা প্রমাণিত সত্য যে, তৌহীদী আন্দোলনকে কখনও কেউ পরাস্ত করতে পারেনি। আর এই আন্দোলনের বিজয়ের বিষয়ে নবীপাকের ঐ হাদীস যা সর্বযুগে সর্বজনবিদিত থেকেছে এবং ক্বেয়ামত অবধি মানুষের কানে ধ্বনিত হতে থাকবে যে, আমার পরে বারোজন খলীফা হবে, আর বারোতম এমন হবে যে আল্লাহর জমীনকে ঐরূপ ন্যায় ও ইন্সাফে পরিপূর্ণ করবে তৎকালীন সময়ে যেরূপ অন্যায় ও অবিচারে ভরে থাকবে।

যারা একটু চিন্তা-চেতনা রাখে তারা দেখতে পাচ্ছে যে, জমীন বিদীর্ণ হচ্ছে, পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, চারিদিকে অরাজকতা চলছে, মানুষ নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছে, ভূমির উর্বরতায় আঘাত লাগছে, কোথায় বোমা বিস্ফোরণের দ্বারা তো কোথাও পারমানবিক প্লান্ট মেঘ হয়ে পরিবেশকে ঢেকে ফেলছে, মনে হচ্ছে অতি শীঘ্র জমীন তার কার্য ক্ষমতা হারিয়ে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে।

কিন্তু হয়তো এই খাকি জমীনের জীবন পাপ ও অপরাধের পঙ্কিলতায় এখনও পরিপূর্ণ হয়নি, তাই যাঁকে 'মোতাহ্হারুল' আর্য এবং 'নাশিরুল আদল ফিত্তউলি ওয়াল আরাযি' অর্থাৎ -ভূমি পবিত্রকারী ও জমীনের দৈর্ঘে-প্রস্থে ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী- উপাধিতে ভুষিত করা হয়েছে তিনি পর্দার অন্তরাল থেকে নিজ অনুসারী ও অনুগামীদেরকে বলছেন যে, হে আমার দাদার শোক পালনকারীরা! তোমরা চিন্তিত হয়ো না, তোমরা নিশ্চিত থাকো যে, আমার দাদার জুলফিকার আমার হাতে রয়েছে, আল্লাহ আমাকেই শেষ যুগের জন্য গ্বইরিল মাগ্বযূবি ও আনআমতা-এর প্রকৃত ব্যাখ্যাকারী নিযুক্ত করেছেন, এই খাকি ভূমি যখন পাপে ডুবে গিয়ে মৃতঃপ্রায় অবস্থায় পৌঁছে যাবে আমি আল্লাহর আদেশে তখন এই ভূমির ধমনিতে রক্ত সঞ্চালিত করে তাকে নতুন জীবন দিয়ে দেবো, এটাই আল্লাহর ওয়াদা, তাই আমার উপাধি দেওয়া হয়েছে মাহদীয়ে মওঊদ।

১৭ নং পৃষ্ঠার অবশিষ্ট অংশ

আপনি আমাদের জন্য ঐ সকল উপায় উপাদান প্রস্তুত করে দিন যা তাক্বওয়া অবলম্বন করার জন্য জরুরী, যাতে গায়বতের প্রতি আমাদের ঈমান দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হয়।

গায়বতে সুগরার যুগ থেকে আজ অবধি এই বিশ্বের স্বমহিমায় চলমান ও বহমান থাকা প্রমাণ করে যে, কেউ গায়েবে থেকে গায়েব থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছেন এবং অন্ধকার বিশ্ব থেকে আলোক বর্তিকাকে অস্তমিত হওয়া থেকে রক্ষা করছেন। সুতরাং আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করো না।

و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.
و صلى الله على محمد وآله الطاهرين.

সুদৃঢ় আশ্রয়স্থল

বিশ্ব সৃষ্টির সূচনা থেকেই এই ভূমিতে ধ্বংসলীলা, ফেৎনা-ফ্যাসাদ, খুন-খারাবী, নির্বিচারে হত্যা, মনুষ্য ও জিনজাতির দুষ্কর্মের পরম্পরা চলে আসছে, আর যত সময় অতিবাহিত হচ্ছে ততই তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। আর এই সমস্ত দুর্ঘটনা, এবং জুলুম-অত্যাচারে বিজড়িত শাসকদের দ্বারা মনুষ্যত্বের ও তৌহীদবাদীদের হত্যা দেখে মনে হচ্ছে যেন তৌহীদবাদীদের কোনো আশ্রয়স্থল নেই। এতো সব অযাচিত ঘটনার জন্য যেন একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে যে, হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর না-হক হত্যায় যেরূপে ভূমি থেকে রক্ত উৎসারিত হয়েছিল, আর সৎপন্থিরা শুধু ধৈর্য্যধারণ করেছিলেন, এখন যেন সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে, তা ছাড়া যেন আর অন্য কোনো উপায় নেই। إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيْرٌ. যারা ধৈর্য্যধারণ করেছে এবং সৎকর্ম করে তারা ছাড়া আর কারা? তাদের জন্যই তো ক্ষমা ও বৃহত্তর প্রতিদান রয়েছে। *(সূরা হূদ, আঃ ১১)*

তলোয়ারের গায়ে লেগে থাকা রক্তবিন্দুর ঘটনা ইতিহাস যুগে যুগে শুনিয়ে আসছে, সেই সাথে ঈমানদারদের, সৎকর্মশীলদের ও সেই তৌহীদবাদীদের এবং আম্বিয়া ও মোরসালীনদের অনুসারীদের ঘটনা শুনিয়ে আসছে যে, তারা যুগের অত্যাচারের সামনে কখনও নতজানু হয়নি, সর্বদা দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে এবং নিজ রাহবার ও নেতার আশ্রয়স্থলে নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করতে থেকেছে। আর যখনই জালিমরা দুর্বল হয়েছে তখনই মানবতা আবার সমহিমায় প্রচার ও প্রসার পেতে থেকেছে। এ সকল ইতিহাসও যুগে যুগে রচিত হতে থেকেছে। যেখানে জুলুম ও অত্যাচারের জন্য যত অস্ত্র-সস্ত্র নির্মিত হয়েছে সেখানে সৎকর্মশীলদের আশ্রয়ের জন্য আল্লাহ তদানুরূপ উপায় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এটা মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ ক্বাদিরে মোত্বলাক্ব বা বিশুদ্ধ শক্তির মালিক, সমস্ত বস্তুর উপরে তাঁর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তিনি তাঁর আশ্রয়স্থল হিসেবে তাঁর প্রতিনিধির শরণ ও স্মরণকে তাঁর কালামে পাকে পরিত্রাতা রূপে উল্লেখ করেছেন। মহান প্রতিপালকের প্রতিনিধি এই চর্মচক্ষুর অন্তরালে থেকেও উপস্থিত রয়েছেন, ভূমি থেকে আসমান অবধি তাঁর ফয়েজ ও বরকত সৎকর্মশীলদের জন্য বিস্তৃত করে রেখেছেন। সুতরাং আসুন একটু দেখে নিই যে, বান্দা আউযূবিল্লাহ্ বলে আল্লাহর আশ্রয়প্রার্থী হলে আল্লাহ্ তার জন্য কেমনরূপে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেন!!!

পাঠকগণ! মনে রাখবেন নবীপাকের ঔরসের পবিত্র ও নিষ্পাপ ইমামগণ সমগ্র বিশ্বে মহান রব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি এবং আল্লাহর সৌন্দর্য ও পরাক্রমের মাজহার বা দৃশ্যমান মূর্তি। আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জত তাঁদেরকে পূর্ণতার উচ্চতম স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন। এঁরা যেমন হাদী ও পথপ্রদর্শক তেমন মানুষের সমস্যায় তাদের আশ্রয়স্থলও।

আল্লাহ সূরা হূদে হযরত হূদ, হযরত স্বলেহ্ ও হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর বিষয়ে এভাবে বলেছেন:

وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْداً وَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ نَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ.

যখন (তার জাতির বিষয়ে) আমার আদেশ আসলো, আমি নিজ রহমত দ্বারা হূদকে এবং তার সাথে ঈমানদারদের পরিত্রাণ দিয়েছি, আর আমি তাদেরকে কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করেছি। *(সূরা: হূদ, আঃ ৫৮।)*

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ مِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَالْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ.

অতএব যখন (স্বলেহর জাতির জন্য) আমার আদেশ পৌঁছলো আমি স্বলেহকে এবং তার সাথে ঈমানদারদেরকে নিজ রহমত দ্বারা নাজাত দিলাম, আর সেই দিনের লাঞ্ছনা থেকেও নাজাত দিলাম। নিশ্চিতরূপে তোমার প্রতিপালক অত্যন্ত শক্তিধর ও পরাক্রমশীল। *(সূরা: হূদ, আঃ ৬৬।)*

وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ.

আর যখন শোয়ায়েবের জাতির বিষয়ে আমার নির্দেশ পৌঁছলো আমি নিজ রহমত দ্বারা শোয়ায়েবকে এবং তার সাথে ঈমান আনয়ণকারীদেরকে মুক্তি দিলাম। *(সূরা: হূদ, আঃ ৯৪।)*

قُلْ مَنْ يُنْجِيْكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ.

এ ছাড়া সাধারণভাবে এরূপ আল্লাহ বলেছেন: তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, তোমাদেরকে স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্ধকার থেকে কে উদ্ধার করেন (যখন) তোমরা তাকে ডাকো অনুনয় সহকারে এবং গোপনে? 'যদি তিনি তা থেকে আমাদের উদ্ধার করেন তবে নিশ্চয়ই আমরা হবো কৃতজ্ঞদের মধ্য হতে'? *(সূরা: আনআম, আঃ ৬৩।)*

قُلِ اللهُ يُنْجِيْكُمْ مِّنْهَا وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ.

তুমি বলে দাও যে, শুধু আল্লাহই তোমাদেরকে তা থাকে মুক্তি দেবে, আর সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা হতে মুক্তি দেবে, তারপরেও তোমরা তার বিষয়ে 'শির্ক করবে' (অংশী নির্ধারণ করবে)। *(সূরা আনআম, আঃ ৬৪।)*

হযরত আইউব (আঃ)-এর বিষয়ে এভাবে এরশাদ হয়েছে:

وَ أَيُّوْبَ إِذْ نَادىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ آتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرىٰ لِلْعَابِدِيْنَ.

আর স্মরণ করো সেই সময়টি যখন আইউব নিজ প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করলো যে, হে আল্লাহ্! আমাকে রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-যন্ত্রণা ঘিরে ফেলেছে, আর তুমি হলে সব থেকে বেশি দয়ালু, অতএব আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তার সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা ও রোগ-ব্যাধি দূরিভূত করলাম, আর নিজ রহমত দ্বারা তাকে ও তার পরিবারকে এবং তার সাথে যারা ছিল তাদেরকে দান করলাম, যাতে উপাসনাকারীরা আমার দয়াকে মনে রাখে।*(সূরা আম্বিয়া, আঃ ৮৩-৮৪।)*

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَ دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ.

সে কে যে অসহায় মানুষের আর্তনাদ শ্রবণ করে যখন সে তার কাছে প্রার্থনা করে এবং তার দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করে? *(সূরা: নামল, আঃ ৬২।)*

এই প্রতিবেদনে একাধিক ক্বোরআনী আয়াত উল্লেখ হয়েছে যেখানে আল্লাহ্ নিজেকে সমস্ত সমস্যা, দুর্দশা, রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-বেদনা, বিপদ-আপদ ইত্যাদির উপশমকারী হিসেবে ব্যক্ত

করেছেন। সুতরাং যে আয়াতগুলোতে তিনি মুক্তি দেওয়ার কথা বলেছেন সেগুলোর প্রতি মনোযোগ দিলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ এই মুক্তি নিজ অনন্ত রহমত দ্বারা দান করেছেন। মহান রব্বুল আলামীনের এই মহান করুণা সমস্ত রকমের দুঃখ-কষ্ট হতে মুক্তির কারণ। আল্লাহ্ যেমন সৃষ্টিকর্তা, রুজীদাতা, হেদায়েতদাতা, তেমনি তিনি সমস্ত দুঃখ-কষ্ট হতে মুক্তিদাতাও।

আর এ কথাও চিন্তা করার মতো যে, তিনি আযাব ও কঠিন শাস্তির কথা বলার সাথে সাথে মুক্তির কথাও বলেছেন। আর হযরত আইউব (আঃ)-এর বিষয়ে 'ফাস্তাজাবনা' এবং 'ফাকাশফনা' উভয় স্থানে 'ফা' দ্বারা শব্দ গঠিত হয়েছে। আর আরবী ব্যাকরণে 'ফা' নিরবিচ্ছিন্নতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ হলো আমি তৎক্ষণাৎ তার (আইউবের) দোয়া কবুল করেছি এবং সাথে সাথে তার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও বেদনা দূরীভূত করেছি।

এটা ঠিক কথা যে, আল্লাহ্ এই দুনিয়ার সমস্ত বিষয় কারণ ও কার্যের উপর নির্ভরশীল বানিয়েছেন। কোনো কিছু কারণ ছাড়া সংঘটিত হয় না। কিন্তু তিনি তো আর কারণ ও কর্মের অনুগত নন যে, কারণ ছাড়া তাঁর দ্বারা কিছুই অস্তিত্বে আসতে পারবে না। বরং তিনি কারণ ছাড়াই নিমেষে সব কিছু করে দিতে পারেন। বরং পলকের থেকেও কম সময়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান দিতে পারেন এবং দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করতে পারেন।

আল্লাহর হুজ্জাত আল্লাহর অনুগ্রহের মাধ্যম

সৃষ্টিশীলতা, রুজী-প্রদান, জীবন-দান, মৃত্যু-দান, হেদায়েত-দান, ও তৌফীক্ব-দান এ সবই আল্লাহর সত্ত্বায় নিহিত এবং তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর কিছু কিছু তাঁর কিছু নির্বাচিত ও মনোনীত বান্দাদের দান করেছেন। তাঁরা আল্লাহ-প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ দ্বারা অন্যকে রুজী দিতে পারেন, হেদায়েত করতে পারেন ইত্যাদি। অনুরূপ সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান, দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তিদান ইত্যাদি আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া সত্বেও তিনি তাঁর কিছু বিশিষ্ট বান্দাদেরকে মুক্তির কারণ এবং পারাপারের তরী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

যেমন মহান রব্বুল আলামীন নবীপাক (সঃ)- বিষয়ে বলেছেন:

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُوْنَ.

যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে রয়েছেন ততক্ষণ আল্লাহর তাদের উপরে আযাব অবতীর্ণ করবেন না। আর যতক্ষণ তারা ইস্তেগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করতে থাকবে আল্লাহ তাদের উপরে আযাব অবতীর্ণ করবেন না। *(সূরা আনফাল, আঃ ৩৩।)*

এই আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন প্রথমে নবীপাক (সঃ)-এর পবিত্র অস্তিত্বকে আযাব ও শাস্তি হতে মুক্তির কারণ হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন। আর বর্তমানে তিনি এই পৃথিবীতে না থাকলেও তাঁর প্রতিনিধি আল্লাহর হুজ্জাত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বরকতময় অস্তিত্ব রয়েছে, যার কারণে এই উম্মত তাদের পর্বতসম গুনাহর পরও আল্লাহর কঠিন আযাব হতে নিরাপদে রয়েছে। আর এটাও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর গায়বতকালীন সময়ে তাঁর দ্বারা উপকৃত হওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেহেতু মহান

রব্বুল আলামীন আহলেবায়তের পবিত্র ইমামগণকে নাজাতের তরী এবং সর্বপ্রকার সমস্যা ও কাঠিন্য হতে মুক্তির মাধ্যম বানিয়েছেন।

ইমাম হোসায়েন (আঃ) নাজাতের তরী

নবীপাক (সঃ)-এর অত্যন্ত বিখ্যাত ও সুপরিচিত হাদীস হলো: إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدىٰ و سَفِيْنَةُ النَّجَاة. 'নিশ্চিতরূপে হোসায়েন হেয়াদায়েতের প্রদ্বীপ ও নাজাতের তরী।'

নাজাতের তরীর অর্থ কী? কেন ইমাম হোসায়েন (আঃ)-কে বিশেষভাবে আর অন্য ইমামগণকে সাধারণভাবে নাজাতের তরী বলা হয়েছে? আপনারা নাজাতের তরী বা Life Boat-এর কার্যকারিতা সম্পর্কে ভেবে দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন। যখন কোনো জলযান বিপদের সম্মুখীন হয় এবং ডুবতে থাকে তখন এই Life Boat ডুবন্তদের সাহায্যে আগিয়ে আসে, তাদেরকে নিজের মধ্যে স্থান দিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে। আর এটাও ভেবে দেখুন ডুবন্তরা Life Boat-এর দিকে যায় না, বরং Life Boat নিজেই ডুবন্তদের কাছে এসে তাদেরকে উদ্ধার করে। আহলেবায়েতও ঠিক অনুরূপ, যদি আমরা এই আহলেবায়েতরূপী Life Boat হতে বিমুখ না হই।

যুগের ইমাম মাহদী (আঃ) এক সুদৃঢ় আশ্রয়স্থল

বিশ্ব এখন যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তার দৃষ্টান্ত অতীতে কখনও দেখা যায় নি। দৃশ্যমান নয় এমন এক জীবানু যে কিনা এতই দুর্বল যে, একবার সাবান দিয়ে হাত ধুইলে শেষ হয়ে যায়, গরম পানি যার প্রভাব রুখে দেয়। এমন এক দুর্বল জীবানু বিশ্বের উন্নত দেশ ও উন্নত শক্তিকে এমন নাকানী চোবানি খাওয়াচ্ছে যে, তারা কিছুই ঠাহর করতে পারছে না। এই দুর্বল জীবানু বিশ্বের চলমানতাকে থ করে দিয়েছে।

মানুষ এই বিপদ ও মুসীবতে অত্যন্ত বিচলিত। এই বালা-মুসীবত যতই দীর্ঘায়িত হচ্ছে মানুষ ততো বেশি পেরেশানির মধ্যে পড়ছে ও বিভ্রান্ত হচ্ছে। বিশ্বের প্রত্যেক মানুষ এর কারণে কোনো না কোনোভাবে এর দ্বারা প্রভাবিত।

মহান রব্বলু আলামীন নিজ প্রতিনিধি, খলীফা ও যুগের ইমাম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে সুদৃঢ় আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এরূপ উপাধিতে তাঁকে স্মরণ করা হয়েছে। সংক্ষেপের কথা মাথায় রেখে এখানে তার মধ্য থেকে কয়েকটি উল্লেখ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে চাই।

জুমার দিনের যিয়ারত

সপ্তাহর সাতটি দিনই কোনো না কোনো মাসূমের জন্য নির্দিষ্ট এবং তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত। শুক্রবার হলো জুমার দিন, যে দিনটিকে দিনগুলির সর্দার বলা হয়েছে, এই দিনটি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। উক্ত দিনে তাঁর আবির্ভাবের সম্ভাবনা প্রবল। আর এই জুমার দিনে তাঁর জন্য বিশেষ যিয়ারত রয়েছে। উক্ত যিয়ারতের কয়েকটি বাক্য এরূপ: أَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللهِ الَّذِىْ يَهْتَدِى بِهِ الْمُهْتَدُوْنَ وَ يُفَرِّجُ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِيْن... أَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَفِيْنَةَ النَّجَاةِ. সালাম আপনার প্রতি হে আল্লাহর সেই নূর (জ্যোতি) যার দ্বারা হেদায়েত-

প্রার্থীরা হেদায়েত অর্জন করে, আর যার কারণে মোমিনগণ হতে কাঠিন্য দূরীভূত হয় এবং সরলতা অর্জিত হয়! সালাম আপনার প্রতি হে নাজাতের তরী!

যিয়ারতে আলে ইয়াসীনের পরে যে দোয়া রয়েছে তার মধ্যে এরূপ উল্লেখ হয়েছে: أَللّٰهُمَّ صِلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ حُجَّتَکَ فِیْ اَرْضِکَ وَ خَلِیْفَتِکَ فِی بِلَادِکَ... مُجَلِّی الظُّلْمَةِ... سَفِیْنَةَ النَّجَاة... مُجَلِّیَ الْعَمٰی اَلَّذِیْ یَمْلَأُ الْاَرْضَ عَدْلاً وَ قِسْطاً کَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً... হে খোদা! তোমার দরূদ ও সালাম হোক মোহাম্মাদের প্রতি যিনি জমীনের বুকে বর্তমান তোমার হুজ্জাত এবং তোমার বিশ্বে তোমার প্রতিনিধি। যিনি অন্ধকার দূরীভূতকারী, নাজাতের তরী, অনুজ্জ্বল অন্তরগুলিকে উজ্জ্বলতা দানকারী, যিনি বিশ্বকে ন্যায় ও ইন্সাফে পরিপূর্ণ করে দেবেন যেরূপে তা অন্যায় অবিচারে পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে। (যেহেতু যুগের ইমাম মাহদী আঃ-এর নাম তাঁর নানার মতোই মোহাম্মাদ, তাই এখানে তাঁকে মোহাম্মাদ বলেই সম্বোধিত করা হয়েছে।)

যুগের ইমাম মাহদী (আঃ) আল্লাহর নির্ধারিত সেই নাজাতের তরী যিনি সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা ও ব্যাথা-বেদনা হতে মানুষকে উদ্ধার করেন। সুতরাং ডুবন্ত মানুষ যেমন বাঁচার জন্য অন্তরের গহীন থেকে আকুতি জানায়, প্রত্যেক মানুষের নিজ মুক্তির জন্য তেমনভাবে আকুতি জানানো উচিত। বিপন্ন মানুষের দায়িত্ব ফরিয়াদ করা আর উদ্ধারকারী দায়িত্ব উদ্ধার করা। এই বর্তমান সময়ে আমাদের দায়িত্ব হলো অন্তরের অভ্যন্তর থেকে নাজাতের তরীর কাছে ফরিয়াদ করা, সাহায্য প্রর্থনা করা। আমরা ফরিয়াদ করে তো দেখি আন্তরিক প্রশান্তি অনুভব করি কি না?

যিয়ারতে জামেয়া

যিয়ারতে জামেয়া অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও সনদযুক্ত যিয়ারত, এই যিয়ারত আহলেবায়তের দশম ইমাম হযরত আলী নক্বী (আঃ) তাঁর শিষ্যকে তালিম দিয়েছিলেন। ইমামতের আক্বীদায় এই যিয়ারতের বিশ্বকোষের স্থান ও মান অর্জিত রয়েছে। এই যিয়ারতে পবিত্র ইমামগণের উৎকর্ষতা, তাঁদের উচ্চস্থান, দ্বীনী আক্বীদা-বিশ্বাসে তাঁদের গুরুত্ব এবং তাঁদের কুন্নিয়াত বা উপনাম উল্লেখ হয়েছে। এঁরাই হলেন সত্যের মানদণ্ড, তাই এই যিয়ারত পাঠ করার সময় মনোযোগ দিয়ে পড়া উচিত এবং পড়ার সময় এর অর্থ অনুধাবন করার জন্য যুগের ইমামের সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত এতে মারেফাত ও আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পাবে, আর এভাবে নিষ্পাপ ও পবিত্র ইমামের মুখসৃত বাক্য অন্তরের গভীরে স্থান নেবে ইনশা আল্লাহ্। এই মহান যিয়ারতে বিশ্বের ঐশিক নিয়মে যুগের ইমামের কৃতিত্ব এভাবে উল্লেখ হয়েছে, লক্ষ্য করুন: مَوَالِیَّ لَا اُحْصِی ثَنَائَکُمْ وَ لَا اَبْلُغُ مِنَ الْمَدْحِ کُنْهَکُمْ وَ مِنَ الْوَصْفِ قَدْرَکُمْ. وَ اَنْتُمْ نُوْرُ الْاَخْیَارِ وَ هُدَاةُ الْاَبْرَارِ وَ حُجَجُ الْجَبَّارِ بِکُمْ فَتَحَ اللهُ وَ بِکُمْ یَخْتِمُ وَ بِکُمْ یُنْزِلُ الْغَیْثَ وَ بِکُمْ یُمْسِکُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلٰی الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهِ وَبِکُمْ یُنَفِّسُ الْهَمَّ وِبِکُمْ یَکْشِفُ الضُّر... হে আমার আক্বা ও সর্দারগণ! আপনাদের গুণগান ব্যক্ত করে শেষ করা যাবে না। আপনাদের প্রশংসা ও স্তুতির হক্বীক্বত ও গভীরতা পৌঁছানো সম্ভব নয়। আপনাদের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও উচ্চতা অনুধাবন করা সম্ভবপর নয়। আপনারা হলেন

নির্বাচিতদের জন্য নূর স্বরূপ, সৎকর্মশীলদের দিশারী এবং আল্লাহু জাব্বারের হুজ্জাত। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আপনাদের দ্বারা এই পৃথিবীর সূচনা করেছেন, আর আপনাদের দ্বারা এর সমাপ্তি ঘটাবেন। আপনাদের দ্বারা বৃষ্টি বর্ষণ হয়, আর আপনাদের কারণে এই আসমানের শামিয়ানা ভূ-পতিত না হয়ে থেমে রয়েছে। আপনাদের কারণে আল্লাহর অনুমতিক্রমে দুঃখ-কষ্টে প্রশান্তি পাওয়া যায়, আর আপনাদের কারণে সমস্ত কষ্ট ও বেদনা দূরীভূত হয়।

সকলে একই নূর দ্বারা সৃষ্ট, আর তাই ফযীলত ও উৎকর্ষে এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিতে সমস্ত মাসূমগণ একে অন্যের সাথে শরীক রয়েছেন। যদি কোনো এক বৈশিষ্ট্য কোনো এক যিয়ারতে এই ইমামগণের কোনো একজনের জন্য ব্যক্ত হয়ে থাকে তাহলে দেখবেন ঐ বৈশিষ্ট্য এই পরম্পরার অন্য ইমামগণের মধ্যেও বিদ্যমান। যদিও কিছু বিশিষ্ট গুণাবলী বিশেষ কারণে হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর যিয়ারতে অন্য ইমামগণের থেকে বেশি প্রকাশ পেয়েছে।

মোহাদ্দিসে ক্বুম্মী (রহঃ) তাঁর রচিত গ্রন্থ মফাতিহুল জানানে শহীদ সম্রাট ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর যে যিয়ারতগুলো বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে প্রথম যিয়ারত আল-কাফী থেকে হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আয়াতুল্লাহিল উযমা আক্বায়ে ওহীদ খোরাসানী দামাযিল্লাহুল ওয়ারিফ উক্ত যিয়ারতের সনদকে বিশ্বস্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। উক্ত যিয়ারতের শুরুতে সম্বোধন সূচক সর্বনাম একবচন (كَ-কা) দ্বারা ইমাম হোসায়েন (আঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু তার পরেই একবচনের পরিবর্তে সর্বনাম বহুবচন (كُمْ-কুম) দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। যার দ্বারা বোঝা যায় যে, এই বৈশিষ্ট্য সমস্ত ইমামগণের মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং বোঝা গেলো এই যুগে হযরত হুজ্জাত ইবনিল হাসানিল আসকারী ইমাম মাহদী (আঃ)-এর পবিত্র ও বরকতময় অস্তিত্ব উক্ত সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

বিশ্বের বর্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করুন আর দেখুন যে, যুগের ইমাম (আঃ)-এর সত্ত্বার দিকে রুজু করা তাঁর কাছে ফরিয়াদ করা, তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা কিভাবে সমস্ত সমস্যার সমাধান? এমন সুদৃঢ় আশ্রয়স্থল আর এমন দয়ালু ও মেহেরবান ইমাম থাকতে আমরা অন্যত্র পেরেশানির নালিশ করি তো দোষ কার? ‘Elixir’ (অমৃত)-এর মতো কার্যকারিতা দেখানো ওষুধ থাকতে তা ব্যবহার না করে যন্ত্রণার নালিশ করাকি উচিত? এই সুদৃঢ় আশ্রয়স্থলে এসে তো দেখুন, এখানে এসে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দানকে পূর্ণরূপে অনুভব করে তো দেখুন। সুতরাং উক্ত যিয়ারতের কিছু বাক্য এরূপ: بِكُمْ تُنْبِتُ الْاَرْضُ... اَشْجَارَهَا. وَ بِكُمْ تُخْرِجُ الْاَشْجَارُ اَثْمَارَهَا. وَ بِكُمْ تُنْزِلُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ رِزْقَهَا. وَ بِكُمْ يَكْشِفُ اللهُ الْكَرْبَو وَ بِكُمْ يُنَزِّلُ اللهُ الْغَيْثَ... আপনার কারণে ভূমিতে উদ্ভিদ জন্মায়, আপনার কারণে বৃক্ষাদি ফল দেয়, আপনার কারণে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং রিযক্ব অবতীর্ণ করে। আপনার কারণে আল্লাহ্ সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে এবং আপনার কারণে আল্লাহ্ মসুলধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করে।

এই সময় সারা বিশ্ব যা কিছু আল্লাহর দান পাচ্ছে সবটাই কেবল যুগের ইমাম (আঃ)-এর কারণে এবং তাঁর মাধ্যমে পাচ্ছে। এই সমস্ত ফয়েজ ও বরকত যা কিছু যুগের ইমাম (আঃ) বন্টন করছেন পুরোটাই খোদা প্রদত্ত দান যা তাঁর ইক্তেয়ারে দেওয়া হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। স্বয়ং যুগের ইমাম হযরত মাহদী (আঃ) বলেছেন: اَنَا خَاتَمُ الْاَوْصِيَاءِ وَ بِيْ يَرْفَعُ اللهُ الْبَلَاءَ عَنْ اَهْلِي وَ شِيْعَتِي. আমি অন্তিম ওয়াসী, আর আমার কারণে ও আমার দ্বারা আমার পরিবার ও আমার শিয়াদের থেকে বালা-মুসীবত দূর হয়। *(মিকইয়ালুল মকারিম, খঃ ১, পৃঃ ৯১)*

জনাব শেখ মুফঈদ (রহঃ)-এর নামে একটি লেখায় তিনি (আঃ) বলেছেন:

اِنَّا غَيْرُ مُهْمِلِيْنَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَ لَا نَاسِيْنَ لِذِكْرِكُمْ وَ لَوْ لَا ذٰلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّأْوَاءُ وَ اصْطَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ فَاتَّقُوْا اللهَ جَلَّ جَلَالُهُ وَ ظَاهِرُوْنَا عَلى انْتِيَاشِكُمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَدْ أَنَافَتْ عَلَيْكُمْ يَهْلِكُ فِيْهَا مَنْ حُمَّ أَجَلُهُ وَ يُحْمىٰ عَنْهَا مَنْ أَدْرَكَ أَمَلَهُ وَ هِيَ أَمَارَةٌ لِأُزُوْفِ حَرَكَتِنَا وَ مُبَاثَّتِكُمْ بِأَمْرِنَا وَ نَهْيِنَا وَ اللهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ... وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ. আমি তোমাদের দেখাশোনায় অমনোযোগী নই, আর না আমি তোমাদের ভুলে থাকি। যদি তা হতো তবে কাঠিন্য ও পেরেশানি চারিদিক থেকে তোমাদেরকে ঘিরে ফেলতো এবং শত্রুরা তোমাদেরকে সমূলে উপড়ে ফেলতো।

সুতরাং খোদাভীতি অবলম্বন করো এবং ফেৎনা হতে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমাকে সাহায্য করো, যে ফেৎনাগুলো তোমাদেরকে ঘিরে রেখেছে, তবে মৃত্যুর সময় এসে পৌঁছাবে সে তো দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে, আর যার আশা অবশিষ্ট রয়েছে তাকে সহযোগিতা করা হবে। আমার এই বিচলতা আমার আবির্ভাব ত্বরান্বিত হওয়ার নিদর্শন আর তোমাদের জন্য আমার বিধি-নিষেধের প্রতি অবিচল থাকার কারণ হবে। আর এ ভাবে আল্লাহ তাঁর নূরকে সুসম্পন্ন করবে ও পরিসমাপ্তি ঘটাবে মুশরিকদের কষ্টের কারণ হলেও। *(বেহারুল আনওয়ার, খঃ ৫৩, পৃঃ ১৭৫)*

এই লেখায় যুগের ইমাম (আঃ) একটি গুরুত্বপূর্ণ কথার দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর তা হলো ফেৎনা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি فَاتَّقُوْا اللهَ جَلَّ جَلَالُهُ...–তাক্বওয়া বা খোদাভীতি অবলম্বন করো- এ কথা বলেছেন। তাক্বওয়া বা খোদাভীতির অর্থ হলো গুনাহ হতে বিরত থাকা, তার মানে আমরা এই ফেৎনা-ফ্যাসাদের যুগে যত বেশি গুনাহ থেকে দূরে থাকবো ইমাম (আঃ) ততই আমাদেরকে ফেৎনা থেকে মুক্তি দিতে থাকবেন। যার মর্ম এই দাঁড়ালো যে, আমরা যত গুনাহের নিকটস্থ হতে থাকবো, গুনাহ করতে থাকবো ইমাম (আঃ)-এর অনুগ্রহ থেকে ততই বঞ্চিত হতে থাকবো। তাহলো বোঝা গেলো আমাদের গুনাহ সমস্যা ও ফেৎনার কারণ আর আমাদের পরহেজগারী মুক্তির কারণ। আর আজ আমরা আমাদের গুনাহ ও ভুল-ত্রুটি সত্বেও যদি বৃহত্তর ফেৎনা ও বড় পরীক্ষা হতে নিরাপদে থেকে থাকি তবে তা নিশ্চিতরূপে যুগের ইমাম হযরত মাহদী (আঃ)-এর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহের কারণে।

আসমায়ে হুসনা বা আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ কুদরতী নিয়মে বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হওয়ার চাবিকাঠি

মহান রব্বুল আলামীন এই বিশ্ব সমহিমায় চলমান ও বহমান থাকার পিছনে এর চাবি-কাঠি

হিসেবে নিজ পবিত্র নামগুলো নির্ধারণ করেছেন। কারণ আল্লাহর এক একটি নাম পবিত্র নাম এক এক রকমের বৈশিষ্ট্য রাখে। সুতরাং নাতিদীর্ঘের কথা মাথায় রেখে শুধু দোয়ায়ে সেমাতের কয়েক লাইন পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে চাই।

এই দোয়াটি যুগের ইমাম হযরত মাহদী (আঃ)-এর দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি হযরত মোহাম্মাদ ইবনে উসমান ইবনে সাঈদ আমরী রিজওয়ানুল্লাহে আলাইহে হতে বর্ণিত হয়েছে এবং হযরত ইমাম মোহাম্মাদ বাক্বের (আঃ) ও হযরত জাফর সাদিক্ব (আঃ) হতেও বর্ণিত হয়েছে। জুমার দিনের শেষ প্রহরে এই দোয়াটি পাঠ করতে বলা হয়েছে, যাঁরা এই নিয়মানুসারে দোয়াটি পড়েন তাঁরা এর কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করেছেন। আপনারা দেখুন এর কেমন কেমন সুফল রয়েছে। আর মনে রাখবেন আল্লাহর নামগুলো কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ নয়, বরং আল্লাহর মখলুক্ব বা সৃষ্ট, আল্লাহ নয়, বরং আল্লাহর নিদর্শন। দোয়াতে ব্যক্ত হচ্ছে: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তোমার সেই اَلْعَظِيْمُ الْاَعْظَمُ اَعَزُّالْاَجَلُّ الْاَكْرَمُ. আজীমুল আজম, আয়াজ্জুল আজাল্লুল আকরাম নামের মাধ্যমে, যে নামের মাধ্যমে প্রার্থনা করে আসমানের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যেতে বলা হলে উন্মুক্ত হয়ে যায়। যে নামের দ্বারা প্রার্থনা করে জমীনের সংকীর্ণ দ্বার প্রশস্ত হয়ে যেতে বললে তা প্রশস্ত হয়ে যায়। যে নামের দ্বারা তোমার নিকট মুশকিল আসান হয়ে যাওয়ার প্রার্থনা করে মুশকিল আসান হয়ে যায়। যে নামের দ্বারা মৃত জীবিত হওয়ার জন্য দোয়া করলে মৃত জীবিত হয়ে যায়। আর যে নামের দ্বারা তোমার নিকট কাঠিন্য ও পেরেশানি দূরীভূত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করলে তা দূরীভূত হয়।

এই দোয়াতে বিশ্বের প্রাকৃতিক নিয়মগুলো আল্লাহর পবিত্র নামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাই যখন উক্ত পবিত্র নামগুলোর মাধ্যমে মুশকিল আসান হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা হয় তো আল্লাহ উক্ত নামগুলোর বরকতে মুশকিল আসান করে দেয়।

মহান রব্বুল আলামীন সূরা আরাফের ১৮০ নং আয়াতে বলেছেন: وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا. আর 'আসমায়ে হুসনা' পবিত্র ও রকতময় নামগুলো হলো আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, সুতরাং তোমরা তার মাধ্যমে তাকে ডাকো।

হযরত মোয়াবিয়া ইবনে আম্মার হযরত ইমাম জাফর সাদিক্ব (আঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, যে এই রেওয়ায়েতে ইমাম (আঃ) নিজেকে আসমায়ে হুসনা হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। বর্ণিত হয়েছে: عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا قَالَ نَحْنُ وَ اللهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى الَّتِى لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلاً إِلَّا بِمَعْرِفَتِنَا. হযরত ইমাম জাফর সাদিক্ব (আঃ)-কে আল্লাহর এই বাণী وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ করে বলছি আমরাই হলাম তার বাস্তব রূপ আমরাই হলাম আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ। আল্লাহর কোনো একজন বান্দার আমল কবুল করবে না আমাদের মারেফাৎ ছাড়া। *(আল-কাফী, খঃ ১, পৃঃ ১৪৪)*

তাহলে বোঝা গেলো যুগের ইমামের মারেফাৎ হলো আল্লাহর সুন্দরতম নাম যার দ্বারা

আল্লাহকে ডাকা হয়। সুতরাং এই সময়ে এই যুগের ইমাম হযরত মাহদী (আঃ)-এর ইমামত, তাঁর বেলায়েতের আক্বীদা-বিশ্বাস ও তাঁর মারেফাৎ হলো আল্লাহর পবিত্র ও বরকতময় নাম যার দ্বারা আমল কবুল হয় এবং বালা-মুসীবত দূর হয়।

অতএব এই বালা-মুসীবতের সময়ে আমাদের বিচলিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, বরং যুগের ইমামের মারেফাতের সাথে তাঁর ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে সমস্ত বালা-মুসীবত, মুশকিল, পেরেশানি, দুঃখ-দুর্দশা হতে মুক্তির জন্য দোয়া করা উচিত। যেরূপ মারেফাতের গভীরতা ও একনিষ্ঠতা সহ দোয়া করা হবে সেরূপ দ্রুততার সাথে দোয়া কবুল হবে এবং মুক্তি পাওয়া যাবে।

যুগের ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দোয়ায়ে اِلٰهِی عَظُمَ الْبَلَاءُ 'ইলাহী আযোমাল বালা' ছাড়া যিয়ারতে আলে ইয়াসীন আর বিশেষ করে সেই ইস্তেগাসা বা সাহায্য প্রার্থনার দোয়া যা মফাতিহুল জানান-এর মোনাজাতে খামসা আশারার আগে মোহাদ্দিসে ক্বুম্মী বর্ণনা করেছেন যার সূচনা হয়েছে এই বাক্য سَلَامُ اللهِ الْكَامِلُ التَّامُّ الشَّامِلُ الْعَامُّ... দ্বারা, তা অত্যন্ত উপযোগী ও পরীক্ষিত।

হে আমাদের আক্বা ও নেতা, হে আমাদের কর্তা! আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, পৃথিবীর সর্বত্র হতে ধোঁয়া উঠছে, আগুনের স্ফুলিঙ্গ অসহায় মানুষদের উপরে এসে পড়ছে। আপনার নানাজানের হাদীস যে, পৃথীবি যখন জুলুম ও অত্যাচারে ভরে যাবে..., তাই দেখতে পাচ্ছেন! বিষাক্ত ধোঁয়া উঠছে, আমরা প্রতিক্ষাকারীরা এই আশায় বসে আছি যে, হয়তো আমাদের মওলার আবির্ভাবের সময় সন্নিকটে। আপনার নানাজানের উম্মতের অন্য কোনো বাসনা নেই এই বাসনা ছাড়া যে, আমরা যেন আপনার আবির্ভাবের সময় আপনার সঙ্গী হতে পারি। শপথ প্রবন্ধকারের ঐ অশ্রুর যা তিনি আপনার নিকট পেশ করছেন। আপনার উজ্জ্বল চেহারা যেন আমাদের চক্ষু শীতল হওয়ার কারণ হয়।

আল্লাহ এই যুগে আমাদের সকলকে যেন বেশি বেশি ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে যুগের ইমাম হযরত মাহদী (আঃ)-এর নিকট তাওয়াস্সুল করার, ও তাঁর কাছে ইস্তেগাসা করার সৌভাগ্য দান করেন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلاً وَ آخِراً.

৩৩ নং পৃষ্ঠার অবশিষ্ট অংশ।

যে শক্তি দ্বারা মহান রব্বুল আলামীন তাঁর নবীগণকে বলবান করেছিলেন। যেমন দ্রুতগামী বাতাস, ঝড়, মেঘপুঞ্জ ইত্যাদি।

যেমন তার মধ্যে কিছু আল্লাহর নবী হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর জন্য অনুগত করেছিলেন। এ বিষয়ে ক্বোরআন বলছে: وَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا وَ كُنَّا بِكُلِّ شَيْئٍ عَالِمِيْنَ. আর সোলায়মানের জন্য দ্রুতগামী হাওয়াকে অনুগত করে দিয়েছিল যা তার আদেশে সেই ভূমিতে প্রবাহিত হতো যেখানে আমি বরকত রেখেছিলাম, আর আমি সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত। *(সূরা: আম্বিয়া, আঃ ৮১)*

→

নবীপাক (সঃ)-কেও খন্দকের যুদ্ধে হাওয়া ও তুফান দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, যে বিষয়ে ক্বোরআন বলছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَائَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا. وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا.

ওহে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সেই নেয়ামতকে স্মরণ করো যখন কাফির সৈন্য তোমাদের সামনে এসে গেলো আর আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্যের জন্য দ্রুতগামী বাতাস এবং এমন সৈন্য প্রেরণ করলাম যা তোমরা দেখতে পাওনি, আর আল্লাহ তোমাদের সব আমল উত্তমরূপে দেখেন। (সূরা আহযাব, আঃ ৯)

সুতরাং জানা গেলো যে, অসংখ্য রেওয়ায়েতে অলৌকিক সাহায্যের দ্বারা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে সাহায্য করার কথা উল্লেখ হয়েছে।

মহানবী (সঃ) হাদীসে মেরাজে মহান রব্বুল আলামীন হতে বর্ণনা করে বলেছেন: وَلَاُ سَخِّرَنَّ لَهُ الرِّيْحَ وَلَاُذَلِلَنَّ لَهُ الرِّقَابَ الصِّعَاب... ...আর বাতাসকে তাঁর অনুগত করে দেবো এবং চরম শত্রুকেও তাঁর সামনে অবনত করে দেবো...। *(কামালুদ্দীন ওয়া তামামুন্নেমাহ্, খঃ ১, পৃঃ ২৫৪, অধ্যায়: ২৩, হাঃ ৪)*

এখন আমি সম্মানীয় পাঠকের একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, এখনও অবধি এই প্রতিবেদনে যাকিছু বলা হয়েছে তার সারমর্ম হলো যদি আমরা আমাদের চার পাশের পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তাহলে আমরা এমন অসংখ্য ঘটনা দেখতে পাবো যা দেখে আমাদের মুখ থেকে নিজে নিজেই এ কথা বের হয়ে যায় যে, আল্লাহর সাহায্য করেছে অন্যথা কিনা কি হয়ে যেতো, আল্লাহ বাঁচিয়েছে না হলে সব শেষ হয়ে যেতো, আল্লাহ রক্ষা করেছে না হলে বেঁচে ফিরতে পারতো না / পারতাম না ইত্যাদি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, যখন এই একই বিষয় দ্বীনি আক্বীদার মধ্যে দিয়ে দেখতে চাই তখন সিদ্ধান্ত নিতে পারিনা, মানুষের রক্ষার জন্য কোনো রাহবারের প্রয়োজন রয়েছে কিনা। যিনি আমাদের বলবেন যে, যেরূপে এতক্ষণ আলোচনা হলো যে, আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে নবীগণকে সাহায্য করেছেন ঠিক তেমন রূপে নেক বান্দাদের গায়বী সাহায্য কিভাবে হয়। বর্তমান যুগে এক আপত্তিকর কথা সর্বত্র ছেয়ে গেছে যে, ইমাম গায়েব রয়েছেন কেন? কেন জনসমক্ষে আসেন না? অথচ ক্বোরআন বলছে তাক্বওয়া ও গায়বত উভয়ই একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একে অপরের পরিপূরক, একই সিকির দুই পিঠ। সুতরাং তুমি তাক্বওয়া অবলম্বন করো দেখতে পাবে গায়েব থেকে কিভাবে সাহায্য হয়, আর গায়েবে কেনই বা রয়েছে।

হে আমাদের মওলা! সেই লোকদের বুদ্ধি-বিবেক দাও যারা বাতিলের দিকে ঝুঁকে রয়েছে এবং ইমাম (আঃ)-এর গায়বতের প্রতি আঙুল তুলছে।

হে আমাদের নেতা ও রাহবার ও ইমাম! আমরা লাব্বাইক বলছি এবং স্বীকার করছি আপনার গায়বত ঠিক তেমনি যেমন এক টুকরো মেঘের পিছনে সূর্য সাময়িক অবস্থান করার সময়ও তার আলো ও উত্তাপ দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করে ও উত্তাপ দেয়। অর্থাৎ আজও আপনার ইমামতের বরকত হতে কেউ একজনও বঞ্চিত নয়।

পরবর্তী অংশ ৭ নং পৃষ্ঠায় দেখুন।

যুগের ইমাম হযরত মাহদী (আঃ)-এর অন্তর্বেদনা

মহান প্রতিপালক এই বিশ্বকে এমন ভাবে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করেছেন যে, মানুষ তা প্রত্যক্ষ করে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য দেখে যখন মানুষের অন্তর উদ্বেলিত হয়ে যায় তখন এই মাটির সৃষ্ট মানুষ আল্লাহর অনুগ্রহের দিকে আকৃষ্ট হয়। আর এমন আকৃষ্ট হয় যে, সেজদাহবনত হয়ে নিজের মাথা মাটিতে রেখে আল্লাহর গুণকীর্তন ও স্তুতি বর্ণনা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আর মানুষ অন্তরের গভীর থেকে সেই বিশ্ব-প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা এবং তাঁর সামনে সেজদাহবনত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দানশীলতা ও অনুকম্পার মৌলিকতা এবং সূচনাকে বুঝতে অপারগ।

মানুষের পক্ষ থেকে এবাদতে অমনোযোগিতা এবং কুমন্ত্রণা সত্বেও প্রতিপালক কেন তাঁর নেয়ামতসমূহের পরম্পরা রহিত করেন না? অথচ আমরা দেখতে পাই কোরআনে একাধিক স্থানে এ কথা বলা হয়েছে যে, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো তবে আমি নেয়ামত বৃদ্ধি করবো। *(সূরা ইব্রাহীম, আঃ ৭।)*

তাহলে বুঝতে হবে কেউ এমন একজন আছেন যিনি আল্লাহর সকল বান্দার পক্ষ থেকে তাঁর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন এবং আল্লাহ তার সেই শুকরিয়া কবুল করছেন। তবে সেই সত্ত্বা কে? যাঁর কারণে এই ভূ-মন্ডল ও নভ-মন্ডল আল্লাহর নেয়ামত ধারণ করার ক্ষমতা রেখেছে।

হ্যাঁ, মহান রব্বুল আলামীনের এই প্রাকৃতিক দান একটাই দ্বার থেকে বর্ষণ হয়, যাকে আমরা বাবুল্লাহ্ বা আল্লাহর দ্বার বলে থাকি, দোয়ায়ে নোদবাহতে যা এভাবে ব্যক্ত হয়েছে اَيْنَ بَابُ اللهِ الَّذِىْ مِنْهُ يُؤْتَى কোথায় সেই আল্লাহর দ্বার যেখান থেকে দান করা হয়?

আমাদের চৈন্তিক ও ব্যবহারিক সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টার সমাধান আল্লাহর কালামে তিনি এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহর আয়াতের প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া কোনো কঠিন বিষয় নয়, আর তা দ্বারা অন্তরও প্রজ্জ্বলিত হয়। এই কোরআনেই মহান রব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন যে, সমস্ত শুষ্ক ও সিক্ত (অর্থাৎ জল ও স্থলের সমস্ত বিষয়-বস্তু) কিতাবে মূবীন (ক্বোরআন)-এর মধ্যে ব্যক্ত আছে তাঁর বাণী। যেমন: اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম আমলকারী। *(সূরা মুলক, আঃ ২।)*

কোরআনের অলঙ্কারের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একজন বিজ্ঞ আলিম খুব সুন্দর বলেছেন যে, আল্লাহ প্রথমে মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন পরে জীবন। তার মানে বোঝা গেলো আসল জীবন এই পার্থিব জীবনের পরে, যা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়। আর এখানেই সৎকর্মের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং প্রকৃত মোমিন যে আহলেবায়তের মহব্বতসহ মৃত্যুবরণ করে সে শহীদের মৃত্যু মরে। আর ক্বোরআন ঘোষণা দিয়েছে যে, কোনো শহীদকে

মৃত ভাববে না। তারা নিজ প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রুজী পেয়ে থাকে।

এখানে পাঠককে একটু থামিয়ে আমি বলতে চাই যে, কারবলার পুরো ঘটনা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। এই দৃষ্টান্তে মহান রব্বুল আলামীন বলেছেন: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَتاً بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ. যারা আল্লাহর রাহে শহীদ হয়ে গিয়েছে তাদেরকে মোটে মৃত ভেবো না, বরং তারা জীবিত রয়েছে এবং নিজ প্রতিপালকের নিকট থেকে জীবনোপাদান পেয়ে থাকে। *(সূরা আলে ইমরান, আঃ ১৬৯।)*

এই আয়াতের মর্ম যদি পুরোটা গুটিয়ে মনুষ্য জীবনে নিয়ে আসা যায় তাহলে মনে হবে মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত ও প্রতেকটি শ্বাস-প্রশ্বাসে মহান রব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ ও দানের মোহর অঙ্কিত হয়ে আছে। যেটি তাঁর চিরঞ্জীবী ও চিরস্থায়ী হওয়ার প্রমাণ। আর এই বিশ্বাসও অর্জিত হয় যে, সেই সত্ত্বা এমন ফযীলতসম্পন্ন যে, তাঁর অস্তিত্বের মাধ্যম এই নেয়ামতসমূহ পৃথিবীবাসীর নিকট অবতীর্ণ হচ্ছে এবং প্রত্যেকের জন্য বন্টিত হচ্ছে।

আর ইনি হলেন সেই পরিপূর্ণ বান্দা যিনি মহান প্রতিপালকের নিরবিচ্ছিন্ন নেয়ামতের কারণ। যিনি নেয়ামতের ওলী, আল্লাহ রব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বের সিস্টেম বা ব্যবস্থাপনা যাঁর অধীনস্থ করেছেন। তিনি আকাশমন্ডলীতে এমন এক নক্ষত্র যাঁর আলো হতে লক্ষ লক্ষ তারা রশ্মি নিচ্ছে। তিনি সেই অস্তিত্ব যিনি ভূ-মন্ডলের টিকে থাকার কারণ। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন আমাদের যুগের ইমাম হযরত মাহদী (আঃ)। যিনি পবিত্র ও নিষ্পাপ পরিবার অর্থাৎ নবীপাক (সঃ)-এর খান্দানের প্রতিনিধিত্ব করছেন। হেদায়েতের পরম্পরা তাঁর দ্বারা অবশিষ্ট রয়েছে, আজ অবধি সূর্য যদি তার নিয়মের অনুবর্তী হয় তো তা তাঁরই কারণে, আজ অবধি যদি ভূমি থেকে উদ্ভীদ উদ্গত হতে থাকে, ফল-ফলারী ও শস্য-শ্যামলতা বজায় থাকে তো এ সব তাঁরই কারণে, অর্থাৎ সমগ্র ভূ-মন্ডলের ও আকাশ-মন্ডলের ছোট-বড় সবই বিশ্ব প্রতিপালকের আদেশে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করছে।

আমাদের বিশ্বাস হলো এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সত্ত্বা হলেন যুগের বাদশা, আল্লাহর খলীফা এবং যাঁকে আবা স্বলেহ্, হুজ্জাত ইবনিল হাসানিল আসকারী, (আমাদের আত্মা এবং সমগ্র বিশ্বের আত্মা তাঁর পদতলের মাটির উপরে উসর্গকৃত হোক) নামে অভিহিত করা হয়েছে, যিনি হলেন আমাদের ইমাম মাহদী (আঃ), যাঁর একাধিক উপাধি রয়েছে, যে উপাধিগুলোর অন্যতম হলো الطَّرِيدُ الشَّرِيدُ আত্ত্বারীদ, ও আশশারীদ। যে উপাধি দুটি আমাদের পঞ্চম ইমাম হযরত মোহাম্মাদ বাক্বের (আঃ) তাঁর এক হাদীসে এভাবে ব্যক্ত করেছেন: ইমাম (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব কখন হবে? তিনি বললেন: সেই সত্ত্বার যুগে আবির্ভাব ঘটবে যিনি মানুষের ভয়ে স্থান ত্যাগ করতে থাকবেন, আর মানুষ যাঁকে বিস্মৃত করে দিয়ে থাকবে, তিনি মানুষের মধ্যে অবস্থান করতে থাকবেন অথচ মানুষ তাঁকে চিনবে না। তিনি তাঁর পরিবারের একাকি সত্ত্বা, যিনি তাঁর পিতৃ-পুরুষদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। যিনি তাঁর চাচার

সম-কুন্নিয়াতের অধিকারী হবেন, যিনি হবেন সত্যের পতাকাবাহী এবং যাঁর নাম হবে নবীপাক (সঃ)-এর সম-নাম। *(বেহারুল আনওয়ার, খঃ ৫১, পৃঃ ৩৭)*

পবিত্র ও নিষ্পাপ ইমামগণের পবিত্র মুখে যুগের ইমাম (আঃ)-এর এই উপাধি বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। এই উপাধির মানে-মতলব হলো এরূপ: নির্বোধ ও মূল্য উপলব্ধি না করতে পারা মখলুক্ব তাঁর (আঃ)-এর মূল্য দেয় নি, তাঁর মারেফাৎও অর্জন করে নি, তাঁর অস্তিত্বের সম্মান ও মর্যাদা দেয় নি, আর না তাঁর শ্রমের মূল্য দিয়েছে, বরং তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তির কারণে তাঁকে হত্যা পর্যন্ত করতে উদ্যত হয়েছে এই মখলুক্ব।

তাঁর পূর্বপুরুষদেরকে হত্যা করেছে এবং বিষ দিয়েছে, কথা ও লেখনি দ্বারা মানুষের অন্তর থেকে তাঁকে মুছে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, তাঁর অস্তিত্বহীনতার ও তাঁর জন্মলাভ না করার মিথ্যা গল্প ফেঁদেছে এবং মানুষের মন থেকে তাঁকে বের করে দিয়েছে। এ সব কারণে ইমাম মাহদী (আঃ)-কে الطَّرِيدُ الشَّرِيدُ আত্ত্বারীদ ও আশশারীদ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

আর তিনি (আঃ) স্বয়ং ইব্রাহীম ইবনে আলীকে বলেছেন: আমার পিতা আমাকে ওয়াসিয়াত করেছেন যে, আমি যেন ভূ-মন্ডলের সেই স্থানে অবস্থান করি যেটি অত্যন্ত গোপন এবং বহু দূরে অবস্থিত, যাতে আমার অবস্থা প্রকাশ না পায়, কেননা পথ-ভ্রষ্টের দল আমার অনিষ্টের জন্য সদা প্রস্তুত। আরও বলেন যে, আমার পিতা বলেছিলেন যে, ওহে বৎস! তোমাকে গোপন ও দুর্গম স্থানে অবস্থান করা আবশ্যক, কেননা প্রত্যেক আল্লাহর ওয়ালীর হিংসুক শত্রু রয়েছে...। *(বেহারুল আনওয়ার, খঃ ৫২, পৃঃ ৩২, হাঃ ২৮)*

সাধারণতঃ প্রত্যেক ইমামকে নিজ যুগে একাতিত্বের কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু যুগের ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সুদীর্ঘ এক একাকিত্বের যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে তাঁকে একাকি থাকতে হচ্ছে তার মানে এই নয় যে, তিনি অসহায়, না তিনি অসহায় নন, বরং তিনি হলেন মজলুম, মজলুম হওয়া ও অসহায় হওয়ার মধ্যে তফাত রয়েছে।

যেমন ইমাম হোসায়েন (আঃ) কারবলার ময়দানে মজলুম ছিলেন, অসহায় ছিলেন না। হযরত আলী (আঃ) নবীপাক (সঃ)-এর মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে মজলুম ছিলেন অসহায় ছিলেন না। মজলুম তিনি হন যিনি শক্তি-সামর্থ ও যোগ্যতা থাকা সত্বেও অবস্থার প্রতি এমন নিয়ন্ত্রণ রাখে যে তাঁর জীবন সেই সময়ের জন্য দৃষ্টান্তমূলক হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ও তাঁর শিবিরের সকলে অত্যন্ত পিপাসিত ছিলেন, অথচ তিনি ইচ্ছা করলে নিজ পায়ের আঘাতে কারবলার ভূমি থেকে পানি বের করতে পারতেন, বরং পুরো ফুরাত নদীকে কারবলায় বইয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি, তিনি স্বয়ং আল্লাহর কুদরত ও শক্তির বহিঃপ্রকাশ হওয়া সত্বেও তিনি কোনোরূপ ওজর ও নালিশ করেন নি। শুধু তিনি নন, তাঁর শিবিরের কেউই আক্ষেপ করেন নি, শিশু-কন্যা হযরত সকীনা (আঃ) পিপাসার অসহনীয় কষ্ট নিয়ে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তথাপিও তিনি একবারের জন্যও বলেন নি, যে,

বাবা! বাইয়াত করে নিন, যাতে আমরা অন্ততঃ পানি পাই।

দেখলেন তো আপনি! মজবুর বা অসহায় হওয়া ও মজলুম বা অত্যাচারিত হওয়ার মধ্যে কতো তফাত রয়েছে। তাই আমার যুগের ইমাম হযরত মাহদী (আঃ) মজবুর নন। তাঁর এই একাকিত্ব তাঁর মজলুম হওয়ার প্রমাণ দিচ্ছে। আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতায় ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ইশারায় এই বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কেনই বা হবেনা ইনি তো তাঁরই সন্তান যাঁর ইশারায় চাঁদ দ্বি-খন্ডিত হয়, যাঁর ইশারায় ডুবন্ত সূর্য ফিরে আসে। হ্যাঁ, তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁকে একাকি করে দেওয়া হয়েছে, আমাদের স্মরণ তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে, আমরা তাঁকে বিস্মৃত করে দিয়েছি। আমাদের চিন্তা-ভাবনা থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। সূর্য হতে চোখ মুদে নেওয়ার অর্থ এই নয় যে, সূর্য তার আলো ও উত্তাপ থেকে আমাকে বঞ্চিত করে দেবে, ঠিক তেমন আমরা ইমাম (আঃ)-কে ত্যাগ করতে থাকলেও তাঁর বরকতময় অস্তিত্ব হতে কিন্তু লাভবান হতেই থাকছি। বরং ইমাম (আঃ)-কে ত্যাগ করে তাঁকে একাকি ছেড়ে দেওয়াতে ক্ষতি আমাদেরই, তাঁর কোনো ক্ষতি নেই। তাঁকে ত্যাগ করা তাঁর মজলুম হওয়া প্রকাশ পায় তাঁর অসহায় হওয়া প্রকাশ পায় না। তিনি কিভাবে মজবুর ও অসহায় হতে পারেন, আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতায় এই বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ তো তাঁরই হাতে। হেদায়েতের সূর্য চর্ম-চক্ষুর অন্তরালে থেকেও হেদায়েতের কিরণ দ্বারা বিশ্বের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী উপকার করছে। এত বড়ো উপকারের পরেও তাঁর স্মরণ হতে এই অন্তর যদি খালি থাকে, আমাদের আলাপ-আলোচনায়, আমাদের সভা-সমাবেশে তাঁর কথা ও আলোচনা না হওয়া এটি তাঁর মজলুমিয়াত ছাড়া আর কি হতে পারে? হওয়া তো উচিত ছিল যে, আমাদের বাড়িতে তাঁর জন্য বিশেষ আলোচনা-সভা বসবে, আমাদের আলাপ-আলোচনা আল্লাহর নামের পরে রসূল ও তাঁর নাম দ্বারা শুরু হবে, আমাদের প্রচারণায় বরকত স্বরূপ তাঁর নাম নেওয়া হবে, তাঁর নামে আমাদের ব্যবসা-বানিজ্যের নাম হবে, তবেই তো তাঁর মান, মর্যাদা ও মহত্বের গুরুত্ব বোঝা যেতো। আর এভাবে তাঁর স্মরণ আমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, তবেই তো তিনি আমাদের দৈনন্দীন জীবনের একটি অংশ হিসেবে পরিগণিত হবেন। এমন হলে আমরা যেখানে যেতাম সবাই বলতো এরাই যুগের ইমামের অপক্ষাকারী। আর অপেক্ষার মান তো এরকম হওয়া উচিত যে, যাঁর প্রতিক্ষা করা হচ্ছে তিনি এবং চার পাশের পরিবেশ এমন হবে যে, মানুষ দেখে বুঝতে পারবে যে, কার অপেক্ষা করা হচ্ছে, আগন্তুক কে? সত্যি দোয়ায়ে নোদবাহ্ অনুষ্ঠিত না হওয়া, কিংবা উক্ত দোয়ায় কম সংখ্যায় উপস্থিতি, অত্যন্ত কঠিন সময়েও তাঁর খেয়াল না আসা, নিজেদের সন্তানকে তাঁর মহব্বতের দীক্ষা না দেওয়া, এ সবই উক্ত আত্বারীদ ও আশশারীদ উপধির মর্ম ব্যক্ত করছে।

নিজ ইমামের জন্য কেমন হওয়া উচিত কারবলা আমাদেরকে তার শিক্ষা দিয়েছে। কারবলায় নিজ প্রাণ উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে রণে যাওয়ার জন্য ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর সাথীদের উদগ্রীব হওয়া এটার সাক্ষ্য বহন করে যে, তাঁরা ইমামকে কত

ভালোবাসতেন। আর এই সাথীদের মধ্যে কেউ একজন শাহাদতের পেয়ালা পান করে নিলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বে তাঁর অন্য সাথীকে এই বলে ওয়াসিয়াত করতেন যে, তোমাদের ধড়ে প্রাণ থাকতে নিজ ইমামকে এক মুহূর্তের জন্যও একাকি ছেড়ে দেবে না। আর এ কারণেই যখন তাঁর সমস্ত আত্মীয়-পরিজন ও সঙ্গী-সাথী শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন তখন আমাদের এই মজলুম ইমাম সাহায্যের ডাক দিয়ে বলেছিলেন: هَلْ مِنْ نَاصِرٍ يَنْصُرُنَا... কেউ কি আছে আর আমাদের সাহায্য করার জন্য?-এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছিল যে, তাঁর ঐ সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে আর কেউ বেঁচে নেই যাঁরা নিজেদের জীবন আল্লাহর হুজ্জাত ও প্রতিনিধির প্রতি উৎসর্গ করেছিলেন। আমাদের যুগের ইমাম মাহদী (আঃ)ও আজ এমনতর অনুরাগীদের খোঁজে রয়েছেন যারা ইমামের ইচ্ছাকে নিজ ইচ্ছার উপরে প্রাধান্য দেবে। সুতরাং সেখানে হোসায়েন (আঃ) ছিলেন আর এখানে তাঁরই প্রপুত্রের هَلْ مِنْ نَاصِرٍ... সাহায্যের ডাক প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অথচ আমাদের অযোগ্যতা যে, আমরা তাঁর এই করুণ ডাক শুনতে পাচ্ছি না। তাঁর নেক ও মহব্বতপূর্ণ দৃষ্টি হতে আমরা এক মুহূর্তের জন্যও বঞ্চিত হচ্ছি না, অথচ আমাদের চোখে দুনিয়ার মহব্বত এতো বেশি পর্দা পড়ে গিয়েছে যে, আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। তাই তো কোনো এক মাসূম বলেছেন যে,.يَرَوْنَهُ وَ لَا يَعْرِفُوْنَهُ সে যুগে মানুষ তাঁকে দেখবে কিন্তু তাঁকে চিন্তে পারবে না।

কেননা আল্লাহর হুজ্জাত ও প্রতিনিধিকে দেখার জন্য চর্ম চক্ষুর প্রয়োজন নেই, বরং অন্তর তাঁর মারেফাতের নূর দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হওয়ার কথা। যদি তাই না হতো তবে আবু বসীর (রহঃ) ইমাম (আঃ)-এর বিশিষ্টজন হতেন না। কারণ ইনি অন্ধ ছিলেন, অথচ মারেফাতের আলো তাঁর অন্তরে এতো বেশি প্রজ্জ্বলিত ছিল যে, কুফুর ও ভ্রষ্টতার মেঘ ভেদ করেও তিনি হেদায়েতের প্রদীপ হতে আলো নিচ্ছিলেন এবং উপকৃত হচ্ছিলেন।

হায় আফসোস! আমরাও যদি সেই ইমামের পাদতলে নিজ মস্তক রাখার যোগ্য হতাম!!! ইমাম তো এখন একাকি হয়ে রয়েছেন, কিন্তু তা সত্বেও তিনি তাঁর অনুরাগীদের বিষয়ে গাফেল বা উদাসীন নন। আফসোস যদি আমরা يَا لَيْتَنِى كُنْتُ مَعَكُمْ فَاَفُوزَ فَوْزاً عَظِيْماً. 'আমি যদি তাঁর সাথে থাকতাম তবে আমিও উচ্চতর সাফল্যে সাফল্যমন্ডিত হতাম'-এর মর্ম বুঝতে পারতাম। আর ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর সন্তান ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জন্য بِاَبِى اَنْتُمْ وَ اُمِّى وَ نَفْسِى وَ مَا لِى وَ اَسْرَتِى. আমার পিতা-মাতা এবং আমি স্বয়ং ও আমার জাগতিক সমস্ত কিছুই আপনার প্রতি উৎসর্গকৃত হোক-এর স্থানে পৌঁছাতে পারতাম!!!

হে আমাদের আক্বা, হে আমাদের ইমাম! হে আম্বিয়াগণের ওয়ারিশ! আপনার কাছে হস্ত প্রসারিত করেছি, এই দুনিয়ায় আমাদের সৎকর্ম করার জন্য আপনার মধ্যমে আল্লাহর তৌফিক্ব দান করুন। যাতে আমাদের জাতির প্রত্যেক আবাল-বৃদ্ধ উঠতে-বসতে يَا اَبَا صَالِحُ حُجَّتِ ابْنِ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِى عَجِّلْ عَلى ظَهُورِكَ. 'হে আবা স্বালেহ্ আল-মাহদী আপনি দ্রুত আবির্ভুত হোন'-এর ডাক দিতে পারে। হে আমাদের মওলা! আপনাকে আপনার প্রপিতা ইমাম

হোসায়েন (আঃ)-এর একাকিত্বের ও নিঃসঙ্গতার দোহাই! আমাদের জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর যেন প্রতিনিয়তঃ এই ডাক দেয় যে, লাব্বাইক হে ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারী। আমরা আপনার সাথে রয়েছি আপনি দ্রুত আমাদের নিকট চলে আসুন।

মহান রব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা যে, আমাদেরকে ক্বেয়ামতের দিনে হযরত ফাতেমা যাহরা (সাঃ)-এর সামনে যেন লজ্জিত না করেন, আর আমাদের দিবা-রাত্রি যেন তাঁর পুত্রের সেবায় কাটে সেই তৌফীক্ব দান করেন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

২৯ নং পৃষ্ঠার অবশিষ্ট অংশ

তবে এ কথা গোত্রের লোকেরা বিশ্বাস করে নি। হোসায়েন ইবনে রওহ্ এবার শিয়াদের চিঠি লিখে শাল্মগানীর দুষ্কর্ম সম্পর্কে অবহিত করলেন, তার উপরে লানত করলেন এবং তার থেকে সাবধান থাকতে বললেন। অতঃপর ইমামে যামানার লিখিত নির্দেশনাও সামনে আসলো, ইমাম (আঃ) স্পষ্ট ভাষায় শাল্মগানীর প্রতি লানত করলেন, তার অনুসারী-অনুগামীদের প্রতি, তার কথায় যারা সন্তুষ্ট তাদের প্রতি এবং এই নির্দেশনার পরে যারা তার সাথে সম্পর্ক রাখবে সকলের প্রতি তিনি লানত করলেন এবং এদের থেকে দূরে থাকার ও সাবধান থাকার নির্দেশ দিলেন।

উলেমাগণ তাকে সূফীও বলেছেন। সন ৩২২-৩২৩ হিজরীতে আব্বাসী খলীফা আল-রাযী বিল্লাহর দ্বারা সে হত্যা হয়, আর এভাবে তার অনিষ্ট ও দুষ্কর্ম হতে শিয়ারা মুক্তি পায়। *(মাহদীয়ে মওউদ, পৃঃ ৭০৪-৭১৪)*

পাঠকগণ! এই মিথ্যা দাবিদারগুলো ছাড়া আরও কিছু নাম রয়েছে, প্রতিবেদনটি দীর্ঘ না হয় সে দিকে দৃষ্টি রেখে এখানে আরও দুটি নাম উল্লেখ করছি। একজন হলো আবু বকর বাগদাদী যাকে আবু দালফ মজনূনও বলা হয়। যে গুলূ ও মোখাম্মাসের আক্বীদায় বিশ্বাসী ছিল। আর অপরজন হলো মোহাম্মাদ ইবনে আলী বেলাল বেলালী...।

শেষে একথা আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিই যে, এই সকল মিথ্যা দাবিদারেরা না কেবল হযরত ইমামে যামানার অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ বরং তাদের এই প্রতিনিধিত্বের দাবি তাঁর প্রতিনিধিত্বের গুরুত্বও স্পষ্ট করেছে।

মহান রব্বুল আলামীনের নিকট নিষ্ঠাপূর্ণ প্রার্থনা যে, তিনি ইমামে যামানার গায়বতের পরিসমাপ্তি ঘটান এবং আমাদের সকলকে তাঁর দাসত্বের সৌভাগ্য দান করুন। আর এই গায়বতের যামানায় তাঁর শত্রুদের থেকে তাঁকে ও আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

যুগের ইমাম হযরত মাহদী (আঃ)-এর প্রতিনিধিত্বের মিথ্যা দাবিদারগণ

শিয়া সমাজগঠন আর উক্ত সমাজের পরিবেশে অন্যান্য সমস্ত সামাজিক পরিবেশের মতো সময়-কাল ও পত্র বিশেষে কিছু উতরাই-চড়াই রয়েছে। এই সকল নেতিবাচক বিষয়াদি থাকা সত্বেও শিয়া সমাজে একতা, কেন্দ্রিকতা ও একতা না কেবল বিদ্যমান থেকেছে বরং ক্রমাগতভাবে উন্নতি সাধন করতে থেকেছে...। যে সমাজ অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল উক্ত শিয়া সমাজে রাহবারীর মনোবাঞ্ছা, শাসন লাভের লালসা, ধন-সম্পদ জড় করার উচ্চাকাঙ্খা এবং বিলাসিতার জীবন যাপনের প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা দ্বার ছিন্ন-ভিন্ন করার ষড়যন্ত্র চলতে থেকেছে। তা সত্বেও আমাদের প্রকৃত রাহবার যিনি উলেমাদের দ্বারা এই সমাজে নিজ দায়িত্ব পালন করছেন সর্ব প্রকার নেতিবাচক প্রভাব থেকে সমাজকে সংরক্ষণ করছেন। এই জাতি সর্বদা সত্য ও হক্বীক্বতের প্লাটফর্মে নিজ জীবন যাপন করছে, সমস্ত রকমের ঝড়-ঝঞ্ঝার মোকাবেলা করে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে। তবে জানা দরকার যে, এই সমাজে কেমন কেমন ঝড় এসেছে আর কেমন কেমন মানুষ রাহবারী ও নেতৃত্বের মিথ্যা দাবি করে নিজ উদ্দেশ্য পূরণ করতে থেকেছে।

এ বিষয়ে আল্লামা ইকবলের কবিতার ভাবার্থ:

এই পার্থিব ধন-সম্পদের লালসা,
এই সম্পর্কের জোড়া-তালির আশা।
এই সন্দেহ ও দোলাচলের মূর্তিগুলো,
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, কিবা বলবো বলো?

এই لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বিশ্বাসের গভীরতায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পবিত্র ও নিষ্পাপ ইমামগণ কতই না কুরবানী দিয়ে শিয়াদের বাঁচিয়েছেন। আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (আঃ)-এর মজলুমিয়াত থেকে একাদশ ইমাম হযরত হাসান আসকারী (আঃ)-এর শাহাদত অবধি পুরো ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা থাকলেও সংক্ষেপের কারণে তা করতে পারছি না। তাই দ্বাদশ ও অন্তিম ইমাম হযরত মাহদী (আঃ)-এর সময় যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে আর যারা তাঁকে বিষ প্রয়োগ করতে এবং নিজেদেরকে জনসমক্ষে ব্যক্ত করার জন্য এগুলো গোপন করতে চেষ্টা করেছে এখানে এমন কিছু স্বার্থপর মানুষের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করবো যারা নিজ উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য নেতৃত্বকে ব্যবহার করেছে।

আমাদের শেষ রাহবার যাঁর দু-দুটি গায়বত থেকেছে, একটি 'গায়বতে সুগরা' সংক্ষিপ্ত অদৃশ্যকাল, যার মেয়াদ ছিল ৭০ বছর, আর অপরটি 'গায়বতে কুবরা' অনির্দিষ্ট অদৃশ্যকাল, যা আজও অবধি চলে আসছে।

যেহেতু তিনি অর্থাৎ ইমাম মাহদী (আঃ) সশরীরে জনতার মাঝে থাকতে পারেন নি, তাই তাঁর ও জনতার মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সুতরাং আমরা দেখতে পাই দুই প্রকারের প্রতিনিধি সামনে এসেছে। একদল তাঁর পক্ষ থেকে মিথ্যুক প্রমাণিত হয়েছে, যারা তাঁর বিরাগভাজন হয়েছে। আর

একদল তাঁর প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করেছে, যাঁরা তাঁর সন্তোষভাজন হয়েছেন।

জানা উচিত যে, তাঁর গায়বতে সুগরাতেই জঘন্য চক্রান্ত শুরু হয়ে গিয়েছিল, যুগের ইমামের গায়বতের সুযোগ নিয়ে তাঁর প্রতিনিধিত্বের মিথ্যা দাবি করা হয়েছে। যারা নিজেদেরকে ইমামের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরে সমাজকে গুমরাহ করতে থেকেছে। যদিও উক্ত মিথ্যা দাবিদারদের মুখোশ উন্মোচন হতে থেকেছে। চলুন দেখা যাক কিভাবে আমাদের ইমাম, উলেমা ও বিজ্ঞজনেরা সেই মিথ্যুকদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন।

এমন কয়েকজনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যারা রিপুর তাড়নায় আত্মাভিলাষের আনুগত্য করতঃ সর্বদার জন্য জাহান্নাম কিনে নিয়েছে। এই প্রতিবেদনে আমরা তিনটি বিষয় প্রমাণ করতে চাই।

(ক) ইমামের প্রতিনিধিত্বের দাবি করা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বিদ্যমানতার অনেক বড় প্রমাণ, কেননা প্রতিনিধিত্বের উক্ত দাবিদারেরা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সাথে তাদের যোগাযোগ থাকার দাবি করেছিল।

(খ) এই দাবিদারেরা পূর্ব থেকে সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক ছিল। তাদের হেদায়েতের পরে পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া আমাদের সতর্ক করে যে, আমরা যেন সর্বদা কোরানের এই আয়াত-- رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হেদায়েত দানের পরে আমাদের অন্তরগুলোকে..... আর তুমি নিজের নিকট থেকে রহমত দান করো, নিশ্চয় তুমি অত্যধিক দানকারী। --তেলাওয়াত করতে থাকি। *(সূরা: আলে ইমরান, আঃ ৮।)*

আর ইমাম জাফর সাদিক্ব (আঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী দোয়ায়ে গ্বারীকও-- يَا اللهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيْمُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلَى دِيْنِكَ. হে আল্লাহ্! হে রহমান! হে রহীম! হে অন্তরগুলোকে পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনে অবস্থিত রেখো। --নিয়মিত পড়া উচিত। *(মিকইয়ালুল মকারিম, খঃ ২, পৃঃ ২৬০, ৬০৭।)*

(গ) গায়বতে কুবরাতে আমাদের দায়িত্ব হলো এমনতর প্রতারক গোষ্ঠী হতে সতর্ক থাকা। আর স্বয়ং ইমাম (আঃ) বলেছেন যে, এমন মানুষদের থেকে দূরে থাকবে এবং তাদের প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করবে।

ইমামে যামানার প্রকৃত প্রতিনিধিগণ যারা নওয়াবে আর্বাআ (প্রতিনিধি চতুস্থ) নামে পরিচিত। তাঁরা অত্যন্ত সাদা মাঠা জীবন যাপন করতেন। বাহ্যিক জীবনে তাঁরা তেল বিক্রেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু আক্বীদা অত্যন্ত মজবুত আর সুদৃঢ় ছিল। তাঁরা ইমাম (আঃ) ও জনতার মাঝে সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত পরিশ্রম করতেন। এনারা এই সমাজেরই অংশ ছিলেন কিন্তু এঁদের বিশ্বস্ততা, আক্বীদা, আমল, জ্ঞান ও আত্ম-শুদ্ধির কারণে ইমাম (আঃ)-এর সন্তোষভাজন ও নৈকট্যলাভকারী হয়েছিলেন। আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (আঃ) বলেছেন: ইমাম হলো সেই যে প্রকাশ্যে থাকুক বা গায়েবে হেদায়েতের কাজ উত্তম পন্থায় আঞ্জাম দিয়ে থাকে। (নাহজুল বালাগা)

ইমামে যামানা বলেছেন: اِنْ استرشد ارشدت তোমরা হেদায়েত চাইলে হেদায়েত পাবে...

প্রকৃত ঈমান ও আত্ম-সমর্পণের দৃষ্টান্ত দেখুন! ইমামে যামানার এক প্রতিনিধি হোসায়েন বিন রওহের মৃত্যুকালীন সময়ে তাঁর শিয়রে আহমদ ইবনে মতীল বসে ছিলেন আর আলী ইবনে মোহাম্মাদ সামারী তাঁর পায়ের দিকে বসে ছিলেন। আর এই বিশ্বস্তগণের মধ্যে আহমদ ইবনে মতীল অত্যন্ত মোত্তাক্বী-পরহেজগার ছিলেন এবং ইমাম হাসান আসকারী (আঃ)-এর নৈকট্য অর্জনকারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু যখন ইমামে যামানার প্রতিনিধিত্বের বিষয় আসলো দেখা গেলো ইমামের পক্ষ থেকে আলী ইবনে মোহাম্মাদ সামারীকে মনোনীত করা হয়েছে। আহমদ ইবনে মতীল কত উচ্চ পর্যায়ের চরিত্রবাণ ছিলেন দেখুন তিনি তখন হোসায়েন ইবনে রওহের মাথার দিক থেকে উঠে এসে তাঁর পায়ের দিকে এসে আলী ইবনে মোহাম্মাদ সামারীকে তুলে মাথার দিকে বসালেন এবং নিজে তাঁর পায়ের দিকে বসে পড়লেন। নিজ তাক্বওয়া ও পরহেজগারী এবং উচ্চ মর্যাদার কথা মাথায় রাখলেনই না। তাহলে দেখুন এ ব্যক্তি আত্মপরতা, আত্মাভিলাষ, হিংসা ও ঈর্ষা হতে কত পাক-পবিত্র ছিলেন।

হে মহান রব্বুল আলামীন! আমাদের জাতির মধ্যে যদি কোনো প্রকার অসদ্ভাব, ঈমানী দুর্বলতা, আক্বীদার ভঙ্গুরতা থাকে, এই সময়ে ইমামের বিশিষ্ট কোনো প্রতিনিধি নেই তবে উলামাগণ ও রেওয়ায়েত বর্ণনাকারীগণ তাঁর সাধারণ প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাই তাঁদের মধ্যে যদি এমন কোনো ধারণা থাকে তবে তুমি যুগের ইমামের ওসীলায় সংশোধন করে দিও, যাতে আমাদের এই জাতি ইমামে যামানার নেতৃত্বে সামনে অগ্রসর হতে পারে।

ইমামে যামানার প্রথম বিশিষ্ট প্রতিনিধি হযরত উসমান ইবনে সাঈদ আমরী (রহঃ)-এর প্রতিনিধিত্বের সময়ে কিন্তু এমন মিথ্যা দাবিদার ছিল না। শেখ তূসী (রহঃ) এবং অন্যান্য উলেমাগণ তার কারণ হিসেবে এ কথা বলেছেন:

(ক) সে সময় রাজনৈতিক পরিবেশ এমন ছিল যে, তৎকালীন বাদশাহ্ যদি জানতে পারতো যে, অমুক অমুকের প্রতিনিধি সাথে সাথে তাকে হত্যা করা হতো। এই ভয়ে কেউ ইমামে যামানার প্রতিনিধিত্বের দাবি করতে সাহস করে নি।

(খ) হযরত উসমান ইবনে সাঈদ আমরী (রহঃ) এমন বিশ্বস্ত ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, কেউ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসলে তার কপালে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছু জুটবে না এটা সকলেই জানতো। কেননা তিনি এত বিশ্বস্ত ছিলেন যে, ইতিপূর্বে তিনি ইমাম মোহাম্মাদ তক্বী (আঃ), ইমাম আলী নক্বী (আঃ) ও ইমাম হাসান আসকারী (আঃ)-এরও প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

(গ) সে সময় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ইমামের সাথে যোগাযোগের অভ্যাস ছিল না, প্রথম প্রতিনিধির যুগের পরে এই পরম্পরা শুরু হয়েছে। তাই কেউ এমন করার চেষ্টা করে নি। *(শেখ তূসী রহঃ প্রণীত তারীখে গায়বতে সুগরা, পৃঃ ৪৬৪।)*

উলেমাগণ গায়বতে সুগরাতে দ্বিতীয় প্রতিনিধির সময় থেকে ইমামে যামানার যে মিথ্যুক দাবিদারদের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে

কয়েকজনের বিষয়ে সংক্ষেপে তুলে ধরার প্রয়াস করবো। তবে এ বিষয়ে অধিক জানতে বেহারুল আনওয়ারের আরবী সংস্করণ এবং উর্দু অনুবাদ যেটি মাহদী মওঊদ নামে নামাঙ্কিত, আলী দাওয়ানীর ২২ নং পাঠের পৃঃ ৬৯৭-৭১৮ অবলোকন করতে পারেন।

১- আবু মোহাম্মাদ হাসান শরীয়ি

উক্ত মিথ্যা দাবিদারদের মধ্যে সর্ব প্রথমে যার নাম আসে সে হলো আবু মোহাম্মাদ হাসান শরীয়িয শেখ আত্তায়েফা মোহাম্মাদ ইবনে হাসান তূসী (রহঃ) নিজ গায়বত নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, তাকে সাধারণতঃ শরীয়ি নামে স্মরণ করা হয় এবং এই নামেই পরিচিত। উলেমার এক গোষ্ঠী যেমন আবু মোহাম্মাদ তালাকবরী আর আবু আলী মোহাম্মাদ ইবনে হাম্মাম বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তি দশম ইমাম আলী নক্বী (আঃ) ও একাদশ ইমাম হাসান আসকারী (আঃ)-এর অনুরাগী ছিল। আবু মোহাম্মাদ তালাকবরী বলেছেন যে, হাসান শরীয়ির কুফুরী আক্বীদা-বিশ্বাস প্রকাশ পাওয়ার পরে সমস্ত মিথ্যা দাবিদারেরা সব থেকে আগে ইমামে যামানার বিষয়ে মিথ্যা বলেছে এবং বলেছে আমরা তাঁর প্রতিনিধি।

এভাবে কিছু দুর্বল ঈমানের মানুষকে তারা নিজেদের জালে ফাসিয়েছে। আর তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা ও কুফুরী যেমন 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' যেটা মনসূর হাল্লাজ ও শালমগানীরের আক্বীদা ছিল সেগুলো সব প্রকাশ পায়। আর ইমামে যামানা নিজ লিখিত পত্রে তাকে লানতী ও অভিশপ্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। *(মাহদীয়ে মওঊদ, পৃঃ ৬৯৭-৬৯৮)*

২- মোহাম্মাদ ইবনে নাসীর নোমায়রী

ইবনে নূহ বলেছেন যে, আবু নাসর হেবাতুল্লাহ ইবনে মোহাম্মাদ আমাকে বলেছেন যে, মোহাম্মাদ নাসীর নোমায়রী হযরত ইমাম হাসান আসকারী (আঃ)-এর সাহাবীদের অন্যতম ছিল। ইমামে যামানার বিশিষ্টি প্রতিনিধি হযরত উসমান ইবনে সাঈদের ইন্তেকালের পরই সে দাবি করে বসে যে, আমি ইমামে যামানার বিশিষ্ট প্রতিনিধি। আবু তালিব বলেছেন যে, মোহাম্মাহ ইবনে উসমান ইবনে সাঈদ যখন এই মোহাম্মাদ ইবনে নাসীর নোমায়রীর ভ্রান্ত বিশ্বাসের সংবাদ পেলেন তার উপরে লানত করলেন এবং তার থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। এমনকি নোমায়রী এনার সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি এড়িয়ে গেলেন। সা'দ ইবনে আব্দুল্লাহ আশয়ারী বলেন যে, নোমায়রী 'তানাসুখ' (পুনর্জীন)-এর আক্বীদায় বিশ্বাসী ছিল। অর্থাৎ একজনের মৃত্যুর পর তার রূহ বা আত্মা অন্যের দেহে ধারণ করে পৃথিবীতে ফিরে আসে। নাউযু বিল্লাহ্ সে দশম ইমাম হযরত আলী নক্বী (আঃ)-কে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করতো, এবং নিজেকে তাঁর প্রেরিত নবী বলে দাবি করতো। মাহরম নারী যেমন মা-বোন, ফুফু-খালা ইত্যাদির সাথে দৈহিক মিলনকে জায়েয মনে করতো, আর নারী সমকামিতা ও পুরুষ সমকামিতা হালাল মনে করতো। আব্বাসী খলীফা মোক্বতাদার বিল্লাহর উজির মোহাম্মাদ ইবনে মূসা ইবনে হাসান ইবনে ফুরাত বলেন যে, নোমায়রী বলতো যে, আল্লাহ নিজ বান্দাদের উপরে এই সকল জিনিস হারাম করে দেয় নি। সাদ ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন যে, তার মৃত্যুর

সময় সে তার স্থলাভিষিক্তের নাম আহমদ বলে উল্লেখ করেছে, আর মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। *(মাহদীয়ে মওউদ, পৃঃ ৬৯৮-৬৯৯)*

পাঠকবর্গ লক্ষ্য করলেন! আল্লাহ রব্বুল আলামীন যদি আমাদেরকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দেয় তো আমরা ভ্রষ্টতার কতো গভীর খাদে নিপতিত হবো?

এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলেমীন আক্বায়ে শেখ মোহাম্মাদ ইসমাঈল রজবী সাহেব রহঃ (আল্লাহ তাঁর উচ্চস্থান দান করুন) সব সময় বলতেন যে, মানুষ যত উঁচুতে উঠবে তত বেশি তাকে কিছু ধরার প্রয়োজন হবে। কেননা উপর থেকে পড়ে যাওয়ার ভয় বেশি থাকে এবং আঘাত পাওয়ারও বেশি সম্ভাবনা থাকে।

৩- আহমদ ইবনে হাল্লাল কার্খী

আবু আলী ইবনে হাম্মাম বলেন যে, আহমদ ইবনে হাল্লাল একাদশ ইমাম হযরত হাসান আসকারী (আঃ)-এর শিষ্যদের অন্যতম ছিল। হযরত ইমাম হাসান আসকারী (আঃ)-এর সময় থেকে সকল শিয়া এটা জানতো যে, উসমান ইবনে সাঈদের পরে মোহাম্মাদ ইবনে উসমান ইমামে যামানার প্রতিনিধি হবেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে আহমদ ইবনে হাল্লাল উসমান ইবনে সাঈদের পরে ইমামের প্রতিনিধি হওয়ার দাবি করে বসে। আর বলে যে, মোহাম্মাদ ইবনে উসমানের প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে আমি ইমাম হাসান আসকারী (আঃ)-এর নিকট থেকে কিছুই শুনি নি। বলা হলো: এতোগুলো মানুষ তো শুনেছেন, যাঁরা সকলেই নির্ভরযোগ্য। সে বলল: যারা শুনেছে তারা স্বীকৃতি দিক, আমি মানি না আর স্বীকৃতি দিই না। অতএব হযরত হোসায়েন ইবনে রওহ্ নওবখতির মাধ্যমে ইমামে যামানার লিখিত আদেশ প্রকাশ পায়। উক্ত লেখাতে তিনি তার উপরে লানত করেন এবং মানুষকে তার থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেন। (মাহদীয়ে মওউদ, পৃঃ ৬৯৯)

৪- আবু তাহির মোহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে বেলাল

এই ব্যক্তিও ইমামে যামানার প্রতিনিধিত্বের মিথ্যা দাবিদারের অন্যতম। এই ব্যক্তি ইমামের প্রতিনিধি হওয়ার মিথ্যা দাবি করে ইমামের এক অনুসারীর নিকট থেকে এই বলে শরিয়তি অর্থ হাতিয়ে ছিল যে, ইমাম (আঃ) আমাকে এই মাল সংগ্রহ করার জন্য নিযুক্ত করেছেন। আবুল হাসান মোহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া মায়াযী যিনি আবু গালিব নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেছেন যে, হযরত ইমামে যামানা (আঃ) সংগৃহীত মাল তাঁর প্রতিনিধি মোহাম্মাদ ইবনে উসমানের নিকট দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া সত্বেও সে জড়কৃত মাল তাঁর কাছে পৌঁছে দেয় নি। *(মাহদীয়ে মওউদ, পৃঃ ৬৯৯-৭০১)*

৫-হোসায়েন ইবনে মনসূর হাল্লাজ

শেখ তূসী আলাইহির রহমাহ্ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন যখন হোসায়েন ইবনে মনসূর হাল্লাজকে লাঞ্ছিত করতে চাইলেন তখন তার ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাসকে প্রকাশ করে দিলেন। এভাবে যে, সে বাগদাদের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও সম্মানীয় নওবখত পরিবারের অত্যন্ত পরিচিত সদস্য জনাব আবু সাহলকে একটি চিঠি

লেখে। চিঠির বিষটি ছিল এরূপ: আমি হোসায়েন ইবনে মনসূর হাল্লাজ ইমামে যামানার একজন প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। এটা ভেবো না যে, কোনো প্রয়োজনে তোমাকে চিঠি লিখছি, তা নয়, বরং তোমাকে নিজ প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে অবগত করার জন্য এই চিঠি। শোনো! আমার প্রতিনিধিত্বকে স্বীকার করবে, প্রত্যাখ্যান করবেনা। আবু সাহল এই চিঠি পাওয়ার পরে অবজ্ঞামূলক উত্তর লেখেন। তিনি বলেন: আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করছি না, তবে আমি তোমার কাছে আবেদন রাখছি যে, তোমার অলৌকিকতা দ্বারা আমার একটি সমস্যার সমাধান করে দাও। আর তা হলো: আমার চুল ও দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছে, বারংবার ওতে খেজাব (কলপ) করতে হয়। কেননা আমার একাধিক বাঁদি রয়েছে, আর তাদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য আমাকে দাড়ি ও চুলের শুভ্রতা ঢাকতে অনেক সময় লেগে যায়। তাই তুমি এর একটা স্থায়ী সমাধান করে দাও। হাল্লাজ এই উত্তর পাওয়া মাত্র বুঝে যায় যে, আবু সাহল তার সঙ্গে ঠাট্টা করেছে।

উলেমার একটি গোষ্ঠী শেখ সুদূক্ব (রহঃ)-এর ভাই হতে বর্ণনা করেছেন যে, হাল্লাজের পুত্র একটি চিঠি নিয়ে ক্বুম শহরে গেলো, যেই না সে ব্যক্তি চিঠিটি আমার পিতাকে দিলো, তিনি সেই পত্রবাহকের সামনেই চিঠিটি ছিঁড়ে ফেললেন..., অতঃপর তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। *(মাহদীয়ে মওঊদ, পৃঃ ৭০১-৭০৪)*

৬- মোহাম্মাদ ইবনে আলী শাল্মগানী

মিথ্যা দাবিদারদের আরও একজন পরিচিত নাম হলো মোহাম্মাদ ইবনে আলী শাল্মগানী, যাকে ইবনে আবিল আযাক্বিরও বলা হয়। তার বিস্তারিত ঘটনা ইবনে আছীর জাযারী নিজ গ্রন্থ "كامل التواريخ কামিল আল-ওয়ারিখ"-এর ষষ্ঠ খন্ডে উল্লেখ করেছেন। শেখ তূসী (রহঃ) বলেন যে, উম্মে কুলসুম যিনি মোহাম্মাদ ইবনে উসমানের কন্যা হওয়ার সাথে সাথে একজন অত্যন্ত সতী-সাধ্বী রমণী ছিলেন, তিনি বলেছেন যে, শাল্মগানী বনী বুস্তাম গোত্রের দৃষ্টিতে খুবই সম্মানীয় ছিলেন। কেননা হোসায়েন ইবনে রওহ্ মানুষের সামনে তাকে অনেক সম্মান করতেন। আর শাল্মগানী এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করেছে। আর শুধু তাই নয় সে হোসায়েন ইবনে রওহকে বনী বুস্তামে এই বলে দুর্নাম করেছে যে, হোসায়েন ইবনে রওহ্ আমাকে তার সকল দোষ-ত্রুটি গোপন করার জন্য বলে ছিল, তাই সে আমাকে এত সম্মান করে। আর তার কথা বনী বুস্তাম গোত্র মেনেও নিলো। এই সংবাদ হোসায়েন ইবনে রওহের নিকট পৌঁছালে তিনি এ কথা না কেবল অস্বীকার করলেন বরং শাল্মগানীর প্রতি লানত করলেন এবং মানুষকে তার থেকে সাবধান থাকতে বললেন। কেননা সেই সময় শাল্মগানী 'গুলূ' ও 'হুলূল'-এর পক্ষে কথা বলা শুরু করেছিল।[1]

পরবর্তী অংশ ২৩ নং পৃষ্ঠায় দেখুন।

---

[1] *গুলূ হলো আল্লাহর কোনো প্রতিনিধি যেমন নবী ইমামগণকে আল্লাহর সমতুল্য মান্য করা। আর হুলূল হলো যে কোনো বস্তুর মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের বিদ্যমানতা মান্য করা, অর্থাৎ যে কোনো বস্তুর মধ্যে আল্লাহ সিঁধিয়ে যেতে পারে এই বিশ্বাস রাখা।*

গায়বী মদত (সাহায্য)

ইসলামী সমাজ হলো এমন এক সমাজ যার সংস্কার ও প্রচার-প্রসার হযরত আদম (আঃ)-এর সময় হতে চলে আসছে। আল্লাহর সকল প্রতিনিধি এই বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন যে, আল্লাহর সকল বান্দা যেন সেরাতে মুস্তাক্বীমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আল্লাহর এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এবং পূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য শেষ নবীর মতো অকল্পনীয় নূরানী সত্ত্বা মাটির মানুষের বেশে পৃথিবীতে পবিত্র কদম রেখেছেন। আর মহান রব্বুল আলামীন শিক্ষার পূর্ণ ভান্ডার ক্বোরআনরূপে অবতীর্ণ করে গায়েবের প্রতি ঈমানকে এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হসেবে উল্লেখ করতঃ বলেছেন:

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدىً لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

এটি সেই গ্রন্থ যার মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই, (এটি) সেই তাক্বওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য হেদায়েত যারা গায়েবের (অদৃশ্যের) প্রতি ঈমান রাখে। *(সূরা বাক্বারাহ্, আঃ ২-৩)*

এই আয়াতে মোত্তাক্বীদের সাথে গায়েবের বিষয়টি সংযুক্ত করে একটি চিরন্তর বিধান বলে দিয়েছেন যে, না তাক্বওয়া ছাড়া গায়বত বোঝা যাবে আর না গায়বতকে বাদ দিয়ে তাক্বওয়া কার্যকরী হবে।

দ্বিতীয়তঃ আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখতে বলা হয়েছে, কেননা আখেরাতের জীবন মৃত্যুর আগে পাওয়া যাবে না। যার অপরিহার্য ফলাফল হলো মানুষের জীবনকে সৎকর্মের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। যদি উক্ত পথের পথিক হওয়া যায় তবে আখেরাত ভালো হবে অন্যথা নয়। আর সেখানে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, এর বিপরীত পথে চলা মানে আল্লাহর সাথে ধোকাবাজী করা, তবে মনে রাখতে হবে আল্লাহকে কেউ ধোকা দিতে পারেনা, বরং এমন করার অর্থ হলো নিজেকে ধোকা দেওয়া।

তাহলে আমাদের উচিত নিজেদের মন-মস্তিষ্ক সেই দিকে মনোযোগী করি যেদিকে আল্লাহর আয়াতসমূহ আমাদের সাহায্য করার অঙ্গীকার করেছে, সেগুলো আমাদের মুখস্থ করে রাখা উচিত। আর সে সাহায্যেরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং তা বিভিন্ন পথে আসতে পারে। যেমন মানুষের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, রাহবারের দ্বারা, ফেরেশতাদের দ্বারা, আম্বিয়া ও মোরসালীনের দ্বারা, আউলিয়া ও আউসিয়াদের দ্বারা। আর আমাদের সমাজে মহানবী (সঃ)-এর ওয়াসীর বিষয়ে তো মতভেদের শেষ নেই যে, তিনি কোথায়? দুনিয়াতে থাকলে মানুষের সামনে নেই কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে ক্বোরআন গায়বত বা অদৃশ্যের একটি ছোট্ট নমুনা দেখাচ্ছে, অন্যথা চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, প্রত্যেক মানুষের সাথে আল্লাহর গায়বী সাহায্য অবশ্যই রয়েছে, কোথাও ব্যাপক ও বৃহত্তর আকারে আবার কোথায় ক্ষুদ্রাকারে।

আর তাই এই আক্বীদার একটি অংশ আল্লাহর গায়বী সাহায্যের সাথে সম্পৃক্ত। এই ইলাহী সাহায্যের জন্য মানুষকে মানবেতিহাসের সূচনা

থেকেই প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে তাকে এই সাহায্যের দ্বারা বাঁচানো যায়।

ক্বোরআনের আয়াত দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ সর্বদা বাতিলের বিপক্ষে হক্ব ও সত্যের দিকে তাঁর রহমতের দৃষ্টি দিয়েছেন এবং সত্যের পক্ষ নিয়েছেন। আর এই পক্ষাবলম্বন অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোপন শক্তি ও গায়বী সাহায্যরূপে এসেছে। আর এ কথা অতি সত্য যে, আল্লাহর এই সুন্নত বা কর্মপদ্ধতি হক্ব ও বাতিলে মাঝে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক, আর আল্লাহর এই উদ্দেশ্য অর্থাৎ হক্ব ও সত্য হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে বিশ্ব-ব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে।

আর ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব স্বাভাবিক ও সহজাতভবে হবে, তবে এই আবির্ভাবের গুরুত্ব ও মহত্বের দাবি অনুযায়ী মহান রব্বুল আলামীন তাঁর কিছু গোপন অলৌকিক শক্তি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে প্রদান করবেন, যাতে তিনি এর সাহায্যে বিশ্ব জয় করতে পারেন।

গায়বী সাহায্যের দৃষ্টান্ত

(১) ইলাহী সাহায্য

আল্লাহর পক্ষ থেকে মোমিনদের জন্য গায়বী সাহায্য হক্ব ও সত্যের প্রচলনের ক্ষেত্রে সুন্দর জিনিস। ক্বোরআনে এ বিষয়ে বলা হয়েছে:

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ.

আর যারা (দ্বীনের) সাহায্য করে নিশ্চিত আল্লাহ তাদের সাহায্য করবে। আর নিশ্চিতরূপে তিনি সর্বশক্তিমান ও অতিশয় সম্মানীয়। *(সূরা: হজ্জ, আঃ ৪০)*

এমন নয় যে, এই সাহায্য শুধুমাত্র আম্বিয়াদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বরং অসংখ্য রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই সাহায্য হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ক্ষেত্রেও থাকবে যাতে তিনি বিজয়ী হতে পারেন। সুতরাং মহানবী হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ) বলেছেন: قَائِمُ اَهْلِ بَيْتِى... وَ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِ اللّٰهِ... আমাদের আহলেবায়তের ক্বায়েম অর্থাৎ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে সাহায্য দ্বারা আল্লাহর তাঁর পক্ষাবলম্বন করবেন। *(কামালুদ্দীন ওয়া তামামুন্নেমাহ্, খঃ ১, পৃঃ ২৫৭, হাঃ ২,)*

(২) ফেরেশতাদের দ্বারা সাহায্য

আল্লাহর পক্ষ থেকে মোমিনদের জন্য যে গায়বী সাহায্য হয় তা ফেরেশতাদের দ্বারাও হয়, মহান রব্বুল আলামীন ফেরেশতাদের দ্বারা সাহায্যের বিষয়টি ক্বোরআনের মধ্যে কয়েক জায়গায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন:

(ক) হযরত লূৎ (আঃ)-এর সাহায্যকারী ছিলেন ফেরেশতা: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ قَالُوْا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

তিনি বললেন ওহে ফেরেশতারা! তোমরা কোন বিষয়ের সম্মুখীন তারা বলল আমাদেরকে এক দুষ্কর্ম জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে যাতে আমরা তাদের উপরে মাটির শক্ত পাথর বর্ষণ করি। যাতে রয়েছে সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদর্শন। আর আমরা ঈমানদারদের সেখান থেকে বের করেছি, যাতে তারা আযাবে নিপতিত না হয়। *(সূরা: যারিয়াত, আঃ ৩৪-৩৫)*

(খ) বদর যুদ্ধে ফেরেশতাগণ

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ.

যখন তুমি আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি তোমার ফরিয়াদ শুনে নিলেন এবং বললেন যে, তোমার সাহায্যের জন্য পরস্পর এক হাজার ফেরেশতা পাঠাচ্ছি। *(সূরা: আনফাল, আঃ ৯)*

(গ) খন্দক যুদ্ধের ফেরেশতাগণ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَائَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا.

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর সেই নেয়ামতকে স্মরণ করো, যখন কাফির যোদ্ধারা তোমাদের কাছে চলে আসলো আর আমি দ্রুতগামী হাওয়া ও এমন সৈন্য পাঠালাম, তোমরা যাদেরকে দেখতে পাওনি, তবে আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম উত্তমরূপে দেখেন।

রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব আল্লাহর গায়বী সাহায্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত নবীপাক (সঃ) বলেছেন: ...আর ফেরেশতাদের দ্বারা আল্লাহ সাহায্য করবেন...। *(কামালুদ্দীন ওয়া তামামুন্নেমাহ্, খঃ ১, পৃঃ ৫৭, হাঃ ২)*

রেওয়ায়েতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় যে, যে ফেরেশতারা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে সাহায্য করবেন তাঁরা তিনটি দলে বিভক্ত।

(ক) নৈকট্যলাভকারী ফেরেশতাগণ

আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী বাহক ও আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী ফেরেশতাদের ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের সময় অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়ে আমাদের নিকট অসংখ্য রেওয়ায়েত রয়েছে। যার দ্বারা ইমাম (আঃ)-এর আবির্ভাবের গুরুত্ব ও মহত্ব অনুমান করা যায়।

আবু হামজা ছেমালী বলেন যে, হযরত ইমাম মোহাম্মাদ বাক্বের (আঃ) বলেছেন: لَوْ قَدْخَرَجَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ لَنَصَرَهُ اللهُ بِالْمَلَائِكَةِ الْمُسَوِّمِيْنَ وَالْمُرْدِفِيْنَ وَالْمُنْزِلِيْنَ وَالْكَرُوْبِيْنَ يَكُونُ جَبْرَئِيْلُ اَمَامَهُ وَ مِيْكَائِيْلُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ اِسْرَافِيْلُ عَنْ يَسَارِهِ...

যখনই ক্বায়েমে আলে মোহাম্মাদ (ইমাম মাহদী আঃ) আবির্ভুত হবেন তখন নিশ্চিতরূপে আল্লাহ রব্বুল আলামীন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের দ্বারা, পরস্পর অনুসরণকারী ফেরেশতাদের দ্বারা, অবতীর্ণকৃত ফেরেশতাদের দ্বারা এবং নৈকট্যলাভকারী ফেরেশতাদের দ্বারা তাঁকে সাহায্য করবেন। হযরত জিব্রাঈল তাঁর সামনে, হযরত মিকাঈল তাঁর ডান দিকে ও হযরত ইস্রাফীল (আঃ) তাঁর বাম দিকে উপস্থিত থাকবেন। *(আল-গায়বত, পৃঃ ২৩৪, হাঃ ২২)*

(খ) বদর যুদ্ধে উপস্থিত ফেরেশতাগণ

কিছু রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, বদর যুদ্ধে সাহায্যকারী সেই সকল ফেরেশতাদের দ্বারা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের সময় তাঁকে সাহায্য করা হবে। যেমন পঞ্চম ইমাম হযরত মোহাম্মাদ বাক্বের (আঃ) বলেছেন:

يَا ثَابِتُ! كَأَنِّى بِقَائِمِ اَهْلِ بَيْتِى قَدْ اَشْرَفَ عَلَى نَجَفِكُمْ هٰذَا وَ أَوْمَآ بِيَدِهِ اِلٰى نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ. فَإِذَا هُوَ اَشْرَفَ عَلَى نَجَفِكُمْ نَشَرَ رَأْيَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِذَا هُوَ نَشَرَهَا اِنْحَطَّتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ بَدْرٍ...

ওহে ছাবিত! আমি যেন দেখছি আমাদের খান্দানের ক্বায়েম (ইমাম মাহদী আঃ) তোমাদের নাজাফের সন্নিকটে রয়েছেন এবং নিজ হাত দ্বারা কুফার দিকে ইশারা করছেন, আর তিনি যখনই

নাজাফের নিকটবর্তী হবেন তখন মহানবী (সঃ)-পতাকা উত্তোলিত করার মনস্থ করবেন, আর তখনই বদর যুদ্ধের সেই ফেরেশতাগণ সেই পতাকা তলে একত্রিত হবেন। *(আল-গায়বত, পৃঃ ৩০৭, হাঃ ২)*

ষষ্ঠ ইমাম হযরত জাফর সাদিক্ব (আঃ) বলেছেন যখন আমাদের ক্বায়েম আবির্ভুত হবেন বদর যুদ্ধে সাহায্যকারী সেই ফেরেশতাগণ উপস্থিত হবেন, আর তাঁদের সংখ্যা হবে পাঁচ হাজার। *(আল-গায়বত, পৃঃ ২৪৪, হাঃ ৪৪)*

(গ) কারবলায় ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর সাহায্যে উপস্থিত হওয়া ফেরেশতাগণ

রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, আশুরার দিনে একদল ফেরেশতা ইমাম হোসায়েন (আঃ)-কে সাহায্য করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর নির্ধারিত তক্বদীর যে, তাঁরা তখন এসেছিলেন যখন সব কিছু শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর তাই মহান রব্বুল আলামীন তাঁদেরকে পৃথিবীতেই অবস্থান করার আদেশ দিলেন যে, ততদিন অবধি তোমরা পৃথিবীতে অবস্থান করো যতদিন না ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারী আর্বিভুত হচ্ছে। যখন তিনি আবির্ভুত হবেন তখন তারা তাঁকে তাঁর প্রপিতা ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণে সাহায্য করবে। যে ফেরেশতাগণ "ইয়া লি-ছারাতিল হোসায়েন"--(ওহে হোসায়েনের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারী) নামে পরিচিত হয়েছেন।

৩- শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার

মহান রব্বুল আলামীন হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের সময় কাফির, মুশরিক ও অত্যাচারীদের অন্তরে এক বিশেষ ভয় ও সন্ত্রাশ সৃষ্টি করে দেবেন, যার কারণে তারা মোকাবেলা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। যদিও ইসলামের শত্রুদের মনে এই ভীতি সঞ্চার আম্বিয়াগণের যুগেও প্রচলিত ছিল। ক্বোরআন মজীদের অনেক আয়াতে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে: سَنُلْقِيْ فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ... অতি শীঘ্র আমি কাফিরদের অন্তরে তোমাদের ভয় স্থাপন করে দেবো...। *(সূরা: আলে ইমরান, আঃ ১৫১)*

ক্বোরআনের এই আয়াতের উপরে বিশ্বাস রেখে দেখলে বোঝা যাবে যে, ইমাম (আঃ)-এর আবির্ভাবের সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বৃহত্তর সাহায্যরূপে ইসলামের শত্রুদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত হবে। যেমন বহু রেওয়ায়েতেও বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মোহাম্মাদ বাক্বের (আঃ) এ বিষয়ে বলেছেন:...اَلْقَائِمُ مِنَّا مَنْصُورٌ بِالرُّعْبِ আমাদের ক্বায়েম ভীতি দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত। (অর্থাৎ শত্রুদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত করার মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করা হবে। *(কামালুদ্দীন ওয়া তামামুন্নেমাহ্, খঃ ১, পৃঃ ৩৩০, হাঃ ১৬)*

৪- অলৌকিক শক্তি

ইমাম (আঃ)-এর আবির্ভাবের সময় তাঁর সাহায্যের একটি প্রকার হলো অলৌকিক শক্তি যার দ্বারা তিনি বিজয়ী হবেন।

পরবর্তী অংশ ১৬ নং পৃষ্ঠায় দেখুন।

لَوْ اَنَّ اَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمُ اللهُ لِطَاعَتِهِ. عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوْبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمَا تَاَخَّرَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا وَ لَتَجَلَّتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهِدَتِنَا.

যদি আমাদের শিয়ারা (আল্লাহ তাদের নিজ আনুগত্যের তৌফীক দান করুন) আন্তরিক ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করতো, তবে আমার বরকতময় সাক্ষাতে বিলম্ব হতো না, আর দ্রুত আমার দর্শনের সৌভাগ্য তাদের ভাগ্যে জুটতো। *(আল-ইহতেজাজ, খঃ ২, পৃঃ ৪৯৯)*

www.almuntazar.in

চিঠি-চাপাটি

এ্যাসোসিয়েশন অফ ইমাম মাহদী (আঃ), পোষ্ট বক্স নং ১৯৮২২, মুম্বাই-৫০

Association of Imam Mahdi (A.S.),
Published from 97/C, Bazar Road, Bandra (W), Mumbai 400050, and Printed at Gazelle Enterprise Offset Printing & Packaging, 504/A-Sussex Industrial Estate, D.K. Cross Road, Byculla, Mumbai 400 027 (M.S.)